কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দ্যেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে – যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পাবেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - *subhajit819@gmail.com.*

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় – তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

শেষ নিশ্বাস

• সব্যসাচী •

দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ

মাঘ—১৩৫১

দাম—এক টাকা]

প্রিণ্টার—এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

···গুলি করার সঙ্গে-সঙ্গে অস্ফুট একটা আর্তনাদ ভেসে এলো·

শেষ নিশ্বাস

এক

আন্দামানের বন্দীশালা।

একমুহূর্তের ভুলে যারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞা মাথায় নিয়ে অভিশপ্ত-জীবন যাপন করতে এসেছে এখানে, তাদের মধ্যে দুজন কয়েদী একদা অপরাহ্ন-বেলায় একটা নিরালা জায়গায় দাঁড়িয়ে চুপি-চুপি কথা কইছিল।

একজন বললে, "আকাশে মেঘ জমেছে খুব।"

আরেকজন বললে, "পথও সুগম বলে মনে হচ্ছে না।"

প্রথম কয়েদী বললে, "আমার শক্তির ওপর আমার বিশ্বাস আছে।"

এমন সময় ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠলো। দ্বিতীয় কয়েদী তার বলবার কথা শেষ করতে পারলে না। দূরে শ্রেণীবদ্ধ বন্দীদের আগে ও পেছনে সশস্ত্র প্রহরীরা তালে-তালে পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

মুহূর্তে এরা দুজনে তফাৎ হয়ে গেল। তারপর তাদের যেন দেখতেই পায়নি এইরকম ভান করে তাদের দিকে পেছন ফিরে মাটি কোপাতে লাগলো।

ক্রমে বন্দীরা এদের পেছনে এসে পৌঁছতেই এরা তাদের সঙ্গে মিশে সমান-তালে এগিয়ে চললো সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহগুলোকে আজ রাত্রির মত বিশ্রাম দেবার জন্যে।

ওদিকে খাবার ঘরের ঘণ্টা বেজেছে। সেখানে পৌঁছে রোজকার নিয়মমত ভোজনপর্ব্ব শেষ ক'রে ঢুকলো সবাই গারদ-ঘরে। তারপর যে-যার নির্দ্দিষ্ট খাটিয়া বেছে নিয়ে— ঘুম আসার আগে পর্য্যন্ত অতীতের স্মৃতির সঙ্গে তাদের মনের বোঝা-পড়া সুরু করে দিলে।

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসে রাত্রির আগমন-বার্ত্তা জানিয়ে গেল। ভেতরে বন্দীশালার প্রকাণ্ড হল-ঘরে অন্ধকারকে ভেংচি কাটবার জন্যে দুটো কেরোসিনের ঝোলা-লণ্ঠন মিট্‌মিট্ করে জ্বলছিল। বন্দীরা সব চুপ। সময় কিন্তু চুপ করে বসে নেই। ভেতরে আর বাইরে এমনিতর আব্‌হাওয়ার মাঝে রাত্রি যে কখন গাঢ় হয়ে এসেছে কে জানে, কান পেতে শুনলে বাইরে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক আর ভেতরে কয়েদীদের নাক-ডাকার আওয়াজ ছাড়া মাঝে-মাঝে শুনতে পাবে, সজাগ চলন্ত-প্রহরীদের ভারী জুতোর খট্‌খট্ শব্দ।

রাত ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। দূরে ঘড়িতে সময়-মাপার ঘণ্টা বেজে উঠলো—ঢং! ঢং! টহলদার-প্রহরীর ভারী বুটের শব্দ গারদ-ঘরের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে যাবার পথে ক্ষীণ হতে হতে একেবারে লীন হয়ে গেল।

ঠিক সময় বুঝে একজন কয়েদীর কপট-নিদ্রা ভেঙে গেল। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে খুব সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে সে আরেকজন কয়েদীর শিয়রে এসে বাষ্পীয়-আওয়াজে বললে, "রেডি ?"

ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলেও সে সজাগ ছিল। বললে, "হ্যাঁ, আমি তৈরি।"

তারপর টহলদার-প্রহরী আবার ফিরে আসবার আগেই তারা তাদের কর্ত্তব্য ঠিক করে নিয়ে যে-যার 'সীটে' এসে শুয়ে পড়ল।

ফেরার পথে প্রহরীকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে তাকে ডেকে একজন কয়েদী বললে, "ওই ১৭নং কয়েদীটা। ওর গোঙানির জন্যে কারও ঘুম হচ্ছে না। লোকটা বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একবার দেখবে নাকি?"

—"নিশ্চয়!" বলে প্রহরী তার চোরা-লণ্ঠনের আলো ফেলে দেখলে, সত্যিই ১৭নং আসামীটা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। তারপরেই পকেট থেকে চাবি বের ক'রে, অল্প দূরের লোহার গরাদের দরজাটা সে খটাস্ করে খুলে ফেলে, ভেতরে ঢোকবার আগে তাদের নিয়মমত পেছন ফিরে দু'হাত গলিয়ে যেমনি আবার তালা বন্ধ করতে যাবে, অমনি লোহার সাঁড়াশির মত দু'টো কঠিন হাত দু'দিক থেকে এসে তার গলা টিপে ধরলে। তারপর সে সাহায্যের জন্যে চীৎকার করবার আগেই সেই কঠিন হাতের আঙুলগুলো তার গলার ওপর চেপে বসে গেল।

ব্যাপারটা বুঝে নিতে যতটুকু সময়ের দরকার তার আগেই আর দু'টো হাত কোথা থেকে এসে প্রহরীর হাত দু'টোকে সবলে ঘুরিয়ে পিছ্‌মোড়া করে তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিলে, তারপরে গলায় ও পেটে দু'জোড়া হাতের বজ্র-চাপে বেচারার সংজ্ঞা লোপ হতে আর বেশী সময় লাগলো না।

সময়ের দাম এখন অনেক বেশী। প্রথম কয়েদী তার সঙ্গীকে বললে, "শীগ্‌গির গরাদের ভেতর দিয়ে হাত

গলিয়ে দরজাটা খুলে ফেল। চাবি তালাতেই লাগানো আছে।"

সঙ্গী বললে, "তা নাহয় খুলছি। তারপর ?"

উদ্যোগী-কয়েদী বললে, "তারপরের চিন্তা এরপরে হবে। আগে দরকার, খাঁচার বাইরে যাওয়া।"

খাঁচার দরজা খোলা হ'ল। প্রথম কয়েদী নীচু হয়ে মেঝে থেকে প্রহরীর রাইফেলটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসে দিলে দরজায় আবার চাবি এঁটে। সেই আবছা আলো-অন্ধকারে গারদ-ঘর থেকে বেরোবার আগে খুব সন্তর্পণে তারা একবার চারদিক দেখে নিলে। উপযুক্ত অবসর। বন্দীশালার নির্বাসিত কয়েদীরা তখন গভীর ঘুমে ডুবে আছে।

তারপর তারা খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে-আস্তে এসে হাজির হ'ল জেলখানার প্রকাণ্ড পাঁচিলের নীচে। প্রায় ২৫ ফুট উঁচু পাঁচিল! যে-কোনো মানুষের পক্ষে সেই পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে পালানো একেবারেই অসম্ভব। প্রথম কয়েদী তার সঙ্গীকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাসতে-হাসতে বললে, "ঘাবড়ে গেলে নাকি বন্ধু ? পাঁচিলের দিকে চেয়ে অত জোরে নিশ্বেস ফেললে যে ?"

সঙ্গী বললে, "রাইফেলধারী প্রহরীকে ঘায়েল করা এক জিনিস, আর তালগাছের মত উঁচু এই পাঁচিল টপ্‌কানো আরেক জিনিস। তাই ভাবছি, সব চেষ্টাই আমাদের বৃথা হ'ল।"

প্রথম কয়েদী বললে, "আমি কিন্তু তার উল্টোটাই ভাবছি। আমি ভাবছি, চেষ্টা আমাদের সার্থকই হয়েছে, এখন সেই জায়গাটা এই অন্ধকারে খুঁজে পেলে হয়। তার প্রমাণ তুমি এখুনি দেখতে পাবে।"

সেই নিরন্ধ্র-অন্ধকারে পাঁচিল হাতড়াতে-হাতড়াতে আরও কিছুক্ষণ এগিয়ে গিয়ে তারা এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালো। পাঁচিলটা ঘুরে গিয়ে এখানে একটা 'রাইট্ এঙ্গেল ফর্ম্' করেছে। প্রথম কয়েদী বললে, "এই কোণের সাহায্যেই আমরা পাঁচিল টপ্কে পালাতে পারবো।"

দ্বিতীয় কয়েদী তার সঙ্গীর কথা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো। তারপর তাকে কোণের দিকে ক্রমশ এগোতে দেখে সে তার অনুসরণ করলে।

প্রথম কয়েদী বরাবর কোণের কাছে গিয়েই পেছন ফিরে দাঁড়ালো, তারপর তার দু'হাত ও দু'পায়ের সাহায্যে পাঁচিলের দুই কোণের দেয়ালে চাড় দিতে-দিতে আস্তে-আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো।

বন্ধুর এই অমানুষিক শক্তি ও ক্রিয়াকলাপ দেখতে দেখতে দ্বিতীয় কয়েদী তার নিজের চোখের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে। কিন্তু না। এবার তাকে শক্ত হ'তে হবে। অতঃপর কি ঘটে দেখবার জন্যে সে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চোখে চালনা ক'রে অপলকে ওপর দিকে চেয়ে রইলো।

অন্ধকারে আর নজর চলেনা। মিনিট-দশেক সব চুপ। তারপর ওপর থেকে বন্ধু বললে, "আমি ওপরে উঠেছি। এবারে তুমি এই দড়ির সাহায্যে ওপরে উঠে এসো। কিন্তু সাবধান।"

অন্ধকারে ওপর থেকে একটা দড়ি দ্বিতীয় কয়েদীর সামনে নেমে এলো। সে আর দ্বিধা না ক'রে শুধু দড়িটার ভার বইবার ক্ষমতা পরীক্ষা ক'রে নিয়ে সেই দড়ি ধরে আস্তে-আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো। তারপর ওপরে উঠে হাসতে-হাসতে বন্ধুকে বললে, "ধন্য তোমার কৌশল আর শক্তিকে। তাছাড়া

তুমি যে দড়িসমেত তৈরি হ'য়ে এসেছো এ আমি এর আগে ভাবতেও পারিনি।"

প্রথম কয়েদী একটু গর্ব্বের হাসি হেসে বললে, "আমি কিন্তু এর আগে এইভাবে সতেরো বার পালিয়েছি। যাক্, সেসব কথা পরে। এখনও আমরা নিরাপদ নই। এখান থেকে মাইল-দুয়েক গিয়ে তবে বিশ্রাম।"

দড়ির সাহায্যে তারা একে-একে নীচে নামলো। তারপর একদিক লক্ষ্য ক'রে ছুটতে আরম্ভ করলে।

কিন্তু একটু পরেই তারা বুঝতে পারলে যে, তাদের ধরা পড়তে আর বেশী দেরী নেই। দূরাগত—দুরুম! দুরুম! বন্দুকের শব্দের সঙ্গে ঘনঘন জেলের 'পাগ্‌লা-ঘন্টি'র—ঢং! ঢং! শব্দ আর দূর দিগন্তে সেই সব শব্দের ভয়াবহ প্রতিধ্বনি! বেচারা কয়েদীরা এবার প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু কত আর ছুটবে তারা? মোটর-ইঞ্জিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোনো মানুষ জয়ী হতে পেরেছে কখনো? পেছন থেকে জমাট অন্ধকারকে চিরে-চিরে তীব্র তেজে ছুটে আসছে জেলখানার 'চেজিংকারের' হেড্-লাইটের উজ্জ্বল জ্যোতি! 'শিকারী'দের সঙ্গে 'শিকার'দের ব্যবধানের দূরত্ব ক্রমেই হু-হু ক'রে কমে আসছে। চরম অবস্থা বুঝে বুদ্ধিমান কয়েদীটা হঠাৎ পেছন ফিরে দাঁড়ালো। তারপর তার হাতের রাইফেলটা তুলে সেই-গাড়ী লক্ষ্য ক'রে দু'বার গুলি ছুঁড়লে। সঙ্গে সঙ্গে সামনের গাড়ী থেকে সাতটা রাইফেল গর্জ্জে উঠে তার প্রত্যুত্তর দিলে।

বিপদের সময় বোকার মাথায়ও বুদ্ধি খেলে। মরণকে সামনে আসতে দেখে দ্বিতীয় কয়েদীটা বললে ভালো। সে বললে, "লাইটের ফোকাশে সামনেই জঙ্গল দেখা যাচ্ছে।

শেষ একবার চেস্টা ক'রে যদি পৈতৃক প্রাণটা বাঁচানো যায় তবে এখানে দাঁড়িয়ে শুধু শুধু মরব কেন ?”

বন্ধু তার কথা সমর্থন করলে। তারপর উল্টো দিকে ফিরেই মারলে দু'জনে চোঁ-চাঁ চম্পট !

এরা একবার জঙ্গলে ঢুকে অন্ধকারে মিশিয়ে গেলে, গ্রেপ্তার করার আর কোনো উপায়ই থাকবে না ভেবে নিয়ে দ্বিগুণ বেগে দিলে ছুটিয়ে সিপাইরা তাদের মোটর-গাড়ীখানা। মুক্তিকামীরা এবারে তাদের রাইফেলের রেঞ্জের ভেতরে এসে পড়েছে। আর বাছাধনরা যায় কোথায় ! বন্দুক থেকে ছুটলো গুলি···গুড়ুম ! গুড়ুম ! গুড়ুম ! গুড়ুম !

লক্ষ্য তাদের ব্যর্থ হয়নি। প্রথম কয়েদী হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়িয়েই টলতে-টলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

সঙ্গীকে আহত হ'তে দেখে দ্বিতীয় কয়েদী তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, “বৃথা চেস্টা। গুলি আমার বুকে বিঁধেছে। তবুও আমার সান্ত্বনা এই যে, এবারেও আমি মুক্ত। সতেরো বার আমাকে কেউ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এবারেও পারবে না। বিদায় বন্ধু ! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।”

প্রথম কয়েদীর দেহটা দু'একবার নড়ে উঠেই চিরদিনের মত স্থির হয়ে গেল। আর দ্বিতীয় কয়েদী তার পরিত্যক্ত সঙ্গীর দিকে একবার সজল-চোখে তাকিয়ে তারপরে সামনের অন্ধকার জঙ্গলের উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চললো।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে সিপাইরা যখন মাত্র একজন আহত-কয়েদীকে দেখে হতাশ হ'য়ে তার দেহ পরীক্ষা করলে, তার অন্তরাত্মা তখন সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে কোন্ এক অজানা দেশে উধাও হ'য়ে গেছে।

দুই

সেন কোম্পানীর এটর্নি-আপিসে একটি নির্জ্জন ঘরে বসে ওই যে দুজন ভদ্রলোক গভীর আলোচনায় ডুবে আছেন, ওঁদের মধ্যে একজন এই আপিসের সিনিয়ার পার্টনার দিলীপ সেন, আরেকজন হচ্ছেন, বিখ্যাত ধন-কুবের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চৌধুরী।

প্রবীণ ধনকুবের বিশ্বনাথবাবুর কথাবার্ত্তা শুনলে মনে হয়, তিনি যেন বহুকষ্টে নিজের মানসিক অবস্থা আয়ত্তে রেখেছেন, কথা বলতে বলতে যে-কোনো মুহূর্ত্তে সেই সংযম ভেঙে যেতে পারে।

বিশ্বনাথবাবুর কোনো-একটা কথার উত্তরে দিলীপ সেন সহানুভূতির স্বরে বললেন, "দুঃখে এত বিচলিত হবেন না মিঃ চৌধুরী! দুঃখ যতই কঠোর এবং অসহ্য হোক না কেন, তাকে যখন সহ্য করতেই হবে তখন ধীর ভাবে সহ্য করাই ভালো। আমার মতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ এখানেই। আমি স্বীকার করি যে বর্ত্তমানে আপনার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—কিন্তু তাতে ভেঙে পড়লে চলবে না। ভগবানের বিচার এক-এক সময়ে আমাদের কাছে অসহনীয় হলেও তাতে আমাদের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হয় না। 'ভগবান যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্যেই করেন'—একথা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি মিঃ চৌধুরী। আমাদের জ্ঞান

এবং দূরদৃষ্টি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলেই তাঁর বিচারের মহিমা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। আপনি আমার পিতৃদেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমার পূজনীয় ব্যক্তি। আপনাকে উপদেশ দেবার ঔদ্ধত্য আমার নেই। তবে দুঃখে আপনি খুব হতাশ হ'য়ে পড়েছেন বলেই এসব কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম মাত্র।"

বিশ্বনাথ চৌধুরী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর এটর্নির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি আমার আগেকার উইলখানা বদলাতে চাই দিলীপ। সে-কাজ খুব শীগগিরই শেষ করা দরকার এবং সম্ভব হলে আজই।"

দিলীপ সেন গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনার ইচ্ছায় বাধা দেবার মত কিছু নেই। কিন্তু তাহলেও আমার মনে হয় যে, সেটা আর দু'চারদিনের জন্যে স্থগিত রাখাই ভালো। আপনার একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে আপনার মানসিক অবস্থা ঠিক নেই। কাজেই, দুদিন মাত্র অপেক্ষা ক'রে আপনার ইচ্ছামত উইল করতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। এই দুদিনে আপনার মন অনেক ঠিক হয়ে যাবে এবং তখন ভেবে-চিন্তে যাহয় করতে পারবেন।"

মিঃ চৌধুরী বললেন, "কিন্তু তাতে ফল কিছুমাত্র অন্যরকম হবে না দিলীপ। কারণ, আমার ছেলের অবর্তমানে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাবো ভাইপো মাণিকলালকেই ঠিক করেছি। তাহলেও, দুদিন অপেক্ষা করতে আমার আপত্তি নেই। ঠিক দুদিন পরেই আমি এখানে এসে আমার উইলের কাজ শেষ করে যাবো।"

এঁরা দুজনে তন্ময় হয়ে কথা কইছিলেন বলে জানতে পারলেন না যে, জানলার বাইরে এটর্নি-আপিসের একজন

কেরানী লুকিয়ে-লুকিয়ে এঁদের সমস্ত গোপন-কথা শুনে নিয়েছে। বিশ্বনাথ চৌধুরীকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই সে বুঝতে পারলে, সেখানে তার অপেক্ষা করবার আর কোনো দরকার নেই। চোখ দুটো তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার। তার এই লুকোচুরি তাহলে বৃথা হয়নি। বিশ্বনাথ চৌধুরীর মনের কথা জেনে নিয়ে সে সেখান থেকে দ্রুতপদে নীচে নেমে গেল।

* * *

সেদিন সন্ধ্যার পরে এটর্নি-আপিসের সেই কেরানী ইডেন-গার্ডেনের পাশে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়ালো। সে সেখানে দাঁড়িয়ে অনুসন্ধিৎসু-দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতেই পথের বিপরীত দিক থেকে একখানা ধূসর বর্ণের 'সিজন'-গাড়ী তার সামনে এসেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই গাড়ীখানা দেখে কেরানী ভয়ে-ভয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াতেই মোটরের ভেতর থেকে কেউ তাকে লক্ষ্য ক'রে প্রশ্ন করলে, "তোমার যা বলবার আছে তাড়াতাড়ি শেষ কর।"

কাঁপতে-কাঁপতে কেরানী উত্তর দিলে, "আপনার আদেশ পালন করতে আমি চেস্টার ত্রুটি করিনি। এবং......"

ভেতর থেকে বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে উত্তর এলো, "সে খবর আমার বিলক্ষণ জানা আছে। ওসব বাজে কথা মুলতবী রেখে আমার আসল কথাগুলোর উত্তর দাও। বিশ্বনাথ চৌধুরী আর দিলীপ সেনের আলোচনা তুমি শুনতে পেয়েছো?"

কেরানী তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, প্রশ্নকারী যেই হোক-না কেন, চারিদিকে তার প্রখর দৃষ্টি রয়েছে। এবং

বিশ্বনাথ চৌধুরী যে আজ দিলীপ সেনের আপিসে এসেছিলেন, তাও এর অজানা নেই। একটা দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল নিয়ে সে মোটরের ভেতরে তাকিয়ে দেখলে, আবছা অন্ধকারে গাড়ীর ভেতরে একজন মুখোসধারী লোক ব্যগ্রভাবে তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

মৃদুস্বরে কেরানী বললে, "হ্যাঁ, তাঁদের সমস্ত আলোচনাই সৌভাগ্যক্রমে আমি শুনতে পেয়েছি। বিশ্বনাথ চৌধুরীর ছেলের মৃত্যুর পর তিনি দিলীপ সেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁর আগেকার উইল বদলাবার জন্যে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন হ'ল, "বটে! তা বিশ্বনাথ চৌধুরী তাঁর বিপুল সম্পত্তির বোঝা এবার কোন্ ভাগ্যবানের খাড়ে চাপাবার ইচ্ছে করেছেন কিছু জানো?"

কেরানী উত্তর দিলে, "হ্যাঁ। তাঁর ছেলের মৃত্যুর পর সেই আগের উইল বদলে, যাবতীয় সম্পত্তি তিনি তাঁর ভাইপো মাণিকলালকে দেবেন ঠিক করেছেন।"

কয়েক সেকেণ্ড সব চুপ। তারপর ভেতর থেকে গম্ভীর-কণ্ঠে উত্তর এলো, "বটে! এই আলোচনা প্রসঙ্গে আর কারও নাম তুমি বিশ্বনাথ চৌধুরীকে উল্লেখ করতে শুনেছো?"

কেরানী দৃঢ়স্বরে বললে, "না। বিশ্বনাথবাবুকে আর কারও নাম উচ্চারণ করতে আমি শুনিনি। এবং সেই উইল পরশুদিন শেষ হবে ঠিক হয়েছে।"

ভেতর থেকে উত্তর এলো, "ধন্যবাদ। তোমার কর্ত্তব্য তুমি খুব নিখুঁত ভাবেই সম্পন্ন করেছো। এই নাও তোমার পারিশ্রমিক।"

মোটরের ভেতর থেকে দস্তানামণ্ডিত একখানা সবল হাত বাইরে বেরিয়ে এলো। সেই হাতে একটা নোটের বাণ্ডিল।

কেরানী লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে সেই নোটের বাণ্ডিল নেবার সঙ্গে-সঙ্গে মুখোসধারী ব্যক্তি কঠোরস্বরে বলে উঠলো, "কিন্তু এই লোভনীয় পারিশ্রমিক গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, এখান থেকে আমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আমার কথা বেমালুম ভুলে যেতে হবে। আমার এই কথা অবহেলা না করলে তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। কিন্তু যদি একথা তোমার দ্বারা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে প্রকাশ হয় তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য। তোমার পরিশ্রমের পুরস্কারের মত তোমার অপরাধের দণ্ড দিতেও আমি বিন্দুমাত্র দেরী বা ইতস্তত করব না। আমি কে তা এখনো পর্য্যন্ত তোমার জানা নেই। সেকথা প্রকাশ করলে আশা করি তুমি আমার বক্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। বিখ্যাত দস্যু 'ব্লাক্-স্পাইডারের' নাম শুনেছো ?"

মুখোসধারীর মুখে এই নাম শুনেই কেরানী বিদ্যুৎ-পৃষ্টের মত লাফিয়ে উঠলো। দারুণ আতঙ্কে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো,—"ব্ল্যা—ক—স্পা—ই—ডা—র !"

মুখোসধারী ব্যক্তি সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুধুমাত্র বললে, "তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার দরকার না হলে ভবিষ্যতে কোনোদিন আর আমাদের দেখা হবে না।"

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মোটরটা দ্রুতবেগে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজপথে অদৃশ্য হ'ল।

এতক্ষণে তার চমক ভাঙলো। সে ভীতভাবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা। তারপর চিন্তিতভাবে পথ চলতে চলতে তার মনে হ'ল, আজ আমার পুনর্জ্জন্ম। পুলিশ-রা প্রাণপণ চেষ্টা করেও যার সন্ধান পর্য্যন্ত

পায়নি, আজ হঠাৎ সেই দস্যুর কাছেই অচিন্তনীয়ভাবে আমি আমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার লাভ করলুম।

কিন্তু বিশ্বনাথ চৌধুরীর ওপর এই দস্যুর দৃষ্টি পড়ল কেন? আর তার উইল সংক্রান্ত ব্যাপার জানবার জন্যেই বা সে এত উৎসুক হয়ে উঠেছে কেন? যাই হোক, পরের কথা চিন্তা ক'রে নিজের প্রাণ হারাণোটা মোটেই বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। এসব কথা প্রকাশ করলে হয়তো বিশ্বনাথ চৌধুরী সতর্কতা অবলম্বন ক'রে তার হাত থেকে রক্ষা পেতেও পারেন। কিন্তু আমার ধ্বংস তাহলে অনিবার্য্য। ব্ল্যাকস্পাইডার দস্যু হলেও কখনো কথার নড়চড় করবে না। এর চেয়ে অর্থের অভাব সহ্য করা দেখছি আমার পক্ষে ঢের ভাল ছিল। কে জানে এর শেষ কোথায়!

তিন

সেদিনের পত্রিকার ওপর চোখ বুলোতে-বুলোতে হঠাৎ একটা সংবাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই অবাক-বিস্ময়ে বিনয় সেটা পড়তে সুরু করলে। তাতে লেখা ছিল ঃ

ব্ল্যাকস্পাইডারের পুনরাবির্ভাব!
বিখ্যাত ধনকুবের বিশ্বনাথ চৌধুরী নিহত

"কলিকাতার বিখ্যাত ধনকুবের বিশ্বনাথ চৌধুরী গতকল্য রাত্রিতে কোনও অজ্ঞাত আততায়ী কর্ত্তৃক তাঁহার নিজ বাড়ীতে নিহত হইয়াছেন। আততায়ী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হইলেও পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিশ্বনাথ চৌধুরী 'ব্লাক-স্পাইডার' নামক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর দ্বারা নিহত হইয়াছেন। মৃত-ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড কোনও অদৃশ্য হস্ত নিক্ষিপ্ত রিভলভারের গুলিতে বিদীর্ণ হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভোর প্রায় পাঁচটার সময় পুলিশ কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তির নিকট হইতে ফোনে এই সংবাদ পায়। এই সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং বিশ্বনাথ চৌধুরীর নিজ কক্ষে তাঁহাকে মৃতাবস্থায় আবিষ্কার করে। পুলিশ কর্ত্তৃক বিশ্বনাথ চৌধুরীর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা কেহই এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা জানিতে পারে নাই। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।"

বিনয় বিস্ফারিত চোখে দু-তিনবার সংবাদটা পড়ে গেল। তারপর উত্তেজিতকণ্ঠে বলে উঠলো, "ব্লাকস্পাইডার! আবার সেই ছদ্মবেশী কালো-শয়তানের আবির্ভাব হয়েছে দেখছি। কিন্তু বিশ্বনাথ চৌধুরী যে ব্ল্যাকস্পাইডারের দ্বারাই নিহত হয়েছেন, পুলিশের এই অনুমানের কারণ কি বুঝতে প্যারছি না।"

বিনয় আবার খবরের কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়তেই ভৃত্য কেশব ঘরে ঢুকে তার হাতে একখানা কার্ড দিয়ে বললে, "একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। খুব জরুরী দরকার।"

বিনয় কার্ডখানা হাতে নিয়ে দেখলে, তাতে লেখা রয়েছে :

Mr. S. K. Banerjee.
Partner.
Swastika Cotton Mills.

বিনয় জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে কেশবের দিকে তাকিয়ে বললে, "ভদ্রলোক কোথায়?"

কেশব বললে, "ভদ্রলোককে ড্রয়িংরুমে বসতে বলে এসেছি।"

বিনয় ড্রয়িংরুমে এসে দেখলে, একজন ভদ্রলোক অত্যন্ত অস্থিরভাবে ঘরের ভেতরে পায়চারি করছেন। তাঁর মুখের ভাব যেমন বিষণ্ণ তেমনি গম্ভীর।

বিনয়কে ঘরে ঢুকতে দেখেই ভদ্রলোক নমস্কার ক'রে বললেন, "আপনিই কি মিস্টার গুপ্ত? মানে, ভবানীপ্রসাদ গুপ্ত?"

বিনয় প্রতিনমস্কার ক'রে মাথা নেড়ে বললে, "আজ্ঞে, না। আমার নাম বিনয়কুমার সেন। আমি ভবানীপ্রসাদের বিশিষ্ট বন্ধু। তার কাছে আপনার কি দরকার?"

ভদ্রলোক অস্থির হয়ে বললেন, "তাঁর সঙ্গে আমার খুব জরুরী দরকার আছে। আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

বিনয় বললে, "কিন্তু ভবানীর সঙ্গে ত এখন আপনার দেখা হবে না মিঃ ব্যানার্জ্জি। কারণ, সে আপাতত কলকাতার বাইরে আছে এবং কবে এখানে ফিরবে তারও কোনো স্থিরতা নেই। আপনার কোনো আপত্তি না থাকে ত তার কাছে আপনার যা দরকার তা আমার কাছে বলতে পারেন।"

একটু আমতা-আমতা ক'রে ভদ্রলোক বললেন, "আপনার কাছে বলতেও আমার আপত্তি নেই, কারণ, আপনি বা আপনার বন্ধু যাঁর দ্বারাই হোক আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হ'লেই হ'ল। তাছাড়া আপনাদের দুজনের নামও আমার অজানা নেই। এবং সেইজন্যেই আমি পুলিশের কাছে না গিয়ে প্রথমে এখানে এসেছি।"

বিনয় এই অযাচিত প্রশংসা শুনে নিজেকে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করলে। সে সেই প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললে, "কিন্তু আপনার বক্তব্য এখনও আমি শুনতে পাইনি মিঃ ব্যানার্জ্জি। কোন্ রহস্য ভেদের জন্যে আপনি আমার সাহায্য চাইছেন তা না জেনে আমি আপনাকে কোনো কথা দিতে পারি না।"

ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, সেই কথাই আমি এখন আপনাকে বলবো। আজকের সকালের কাগজে প্রসিদ্ধ ধনকুবের বিশ্বনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর সংবাদটা দেখেছেন নিশ্চয়ই?"

...বন্দুক থেকে ছুটলো গুলি...গুড়ুম! গুড়ুম!..

পৃষ্ঠা—৭

বিনয় বিস্মিতভাব যথাসম্ভব দমন করে নির্ব্বিকারভাবে বললে, "হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে বললেন, "পুলিশের ধারণা হয়েছে যে, 'ব্ল্যাকস্পাইডার' নামক দস্যুর দ্বারাই তিনি কোনো অজ্ঞাত কারণে নিহত হয়েছেন। পুলিশের এই ধারণার কারণ কি তা তারাই জানে। কিন্তু হত্যা যে-ই করুক না কেন, তার উদ্দেশ্য হয়তো আমার একেবারে অজ্ঞাত নয়।"

বিনয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "আপনার বক্তব্য আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না মিঃ ব্যানার্জ্জি। পুলিশ যা আবিষ্কার করতে পারেনি, আপনি কেমন ক'রে সেই তথ্য আবিষ্কার করেছেন? তাছাড়া এই ব্যাপারে আপনার কি স্বার্থ থাকতে পারে?"

বিষণ্ণ হাসি হেসে ভদ্রলোক বললেন, "স্বার্থ অবশ্য একটা আছে। আমার সমস্ত কাহিনী শুনলেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে আপনার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। খুব মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনুন।"

ভদ্রলোক বলতে সুরু করলেন ঃ

"নিহত মিঃ চৌধুরী ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রথম-যৌবনে যখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তখন বিলেতে আমার পাঠ্যাবস্থা চলছিল। মিঃ চৌধুরীও তখন ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনো কাজে সেখানে বাস করছিলেন। আমাদের আলাপ পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বতে পরিণত হ'ল।

মিঃ চৌধুরী দেশে ফেরবার একবছর পরে আমিও আমার পড়াশুনো শেষ ক'রে দেশে ফিরে আসি। দেশে ফিরে এসে আমি আর মিঃ চৌধুরী পাটনারশিপে একটা কটন্ মিল্ স্টার্ট

করবার মতলব করি। তারপর বছর-খানেকের মধ্যেই 'স্বস্তিকা-কটন্-মিলস্'এর উদ্ভব হয়। আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে, আমি বিলেত থেকে বয়ন-শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছিলুম।

যাই হোক, সেই 'কটন্ মিল' স্টার্ট করার পর থেকে আমাদের প্রচুর অর্থাগম হতে লাগল। সুতরাং আমরা আরেকটা মিল সুরু করবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে আরেকটা জায়গা নির্দ্দিষ্ট করলুম। কিন্তু নূতন মিলটা স্টার্ট করবার আগেই মিঃ চৌধুরী নিহত হলেন।

প্রায় দিন-দশেক আগে হঠাৎ আমরা দু'জনেই একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছ থেকে দু'খানা চিঠি পাই। চিঠির ভাষাটা একটু অদ্ভুত রকমের হলেও পত্র প্রেরক যে সেই চিঠিতে আমাদের দু'জনকে ভয় দেখিয়েছে তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। সেই চিঠিখানা দেখলেই আপনি আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারবেন।"

ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে একখানা খাম বের ক'রে তার ভেতর থেকে একটা চিঠি নিয়ে বিনয়ের হাতে দিয়ে বললেন, "এই সেই চিঠি।"

বিনয় চিঠিখানা হাতে নিলে। তাতে লেখা ছিল :

"প্রিয় মহাশয়—

এতদ্বারা আপনাকে এবং আপনার পার্টনার বাবু বিশ্বনাথ চৌধুরীকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আপনাদের 'স্বস্তিকা কটন্ মিলস্'-এর ফ্যাক্টরী হাজারিবাগে স্থাপন না করিয়া অন্য কোথাও স্থাপন করেন। এতদ্বারা আপনাদের আরও জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, এই অনুরোধ অবহেলা করিলে আপনাদের জীবনের জন্য আপনারাই দায়ী থাকিবেন।"

ইতি—"

চিঠির নীচে পত্রপ্রেরকের কোনো নাম নেই। বিনয় চিঠিখানা দু-তিনবার পড়ে চিঠির কাগজখানা উল্টে-পাল্টে দেখে সেখানা মিঃ ব্যানার্জ্জির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "এই ব্যাপারে আপনাদের কাউকে সন্দেহ হয়?"

চিন্তিতভাবে মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "না। সন্দেহ করার মত তেমন কেউই নেই। হয়তো এই চিঠির কোনো মূল্যই নেই, শুধু মাত্র পারিবারিক কলহের ফলে একটা হুমকি মাত্র।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "তার মানে?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, "মানে, কিছুদিন আগে বিশ্বনাথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ভাইপো মাণিক-লাল চৌধুরীর কোনো বিষয় নিয়ে একটা কলহের সৃষ্টি হয়। এবং এই চিঠি দুটো হয়তো তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে।"

বিনয় একটু ভেবে বললে, "কিন্তু এইভাবে চিঠিতে ভয় দেখিয়ে মাণিকলালের লাভ? আপনি কি মনে করেন যে, মাণিকলাল চিঠির কথামতই ব্যবস্থা করেছে?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "অসম্ভব। মাণিকলাল আর যাই হোক না কেন, তার জ্যেঠামশাইকে সে কখনো হত্যা করতে পারে না। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি। সুতরাং তার সম্বন্ধে এত বড় অন্যায় ধারণা করা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। কিন্তু সমস্যার কথা এই যে, এই চিঠি পাবার কয়েকদিন পরেই মিঃ চৌধুরী নিহত হয়েছেন। সুতরাং কে তার আততায়ী এবং কেন সে তাকে এইভাবে হত্যা করেছে আর এই পত্র-প্রেরকই বা কে, তার সন্ধান করা দরকার। শুধু মাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে, মাণিকলালই যে এই পত্র-প্রেরক একথা সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না। এবং তাই আমি

আপনাদের কাছে এসেছিলুম এই রহস্যময় তদন্তের ভার অর্পণ করবার জন্যে।”

বিনয় বললে, “কিন্তু এই তদন্তভার পুলিশের হাতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় কি? তাছাড়া আমার বন্ধু এখন এখানে নেই তা ত' আপনাকে আগেই বলেছি। এখন এই তদন্তভার নিতে হলে আপনাকে সম্পূর্ণ আমার ওপরেই নির্ভর করতে হবে। আপনি এতে রাজি আছেন?”

উৎফুল্লমুখে মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, “নিশ্চয়ই। আপনাদের দু'জনের ওপরেই আমার বিশ্বাস অপরিসীম। সুতরাং এই তদন্তভার আপনিই নিন আর আপনার বন্ধুই নিন আমার কাছে একই কথা। এর সঙ্গে আরেকটা কথা এখানে আমার বলবার আছে। আমাদের ফার্ম থেকে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের জন্যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।”

বিনয় হেসে বললে, “আপনাদের পুরস্কার যথেষ্ট লোভনীয় হলেও আমি যে ঐ পুরস্কারের জন্যেই হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব একথা আপনি মনে স্থান দেবেন না মিঃ ব্যানার্জ্জি। যাতে নির্দ্দোষ কারও শাস্তি না হয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিই শাস্তি পায় আমি তার জন্যেই চেষ্টা করবো। তবে পুলিশের কথা আলাদা। মাণিকলালের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে তারা যে সহজে তাকে ছেড়ে দেবে এ-বিশ্বাস আমার নেই। যাই হোক, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করবো না।”

চার

মিঃ ব্যানার্জ্জি চলে যাবার পর বিনয় ভাবতে লাগলো, ভবানীর অনুপস্থিতিতে এই জটিল তদন্তভার হঠাৎ হাতে নিয়ে সে ভালো করেছে কিনা। এখন আর ফেরবার কোনো পথ নেই। যেমন ক'রে হোক, একলাই তাকে এই রহস্যের সমাধান করতে হবে।

কিন্তু কে এই হত্যাকারী হতে পারে! মাণিকলালের সঙ্গে নিহত বিশ্বনাথ চৌধুরীর ঝগড়া যে-কারণেই হোক না কেন, তার জন্যে সে তার জ্যেঠামশাইকে খুন করবে এরকম ধারণা করা অন্যায়। তারপর 'ব্ল্যাকস্পাইডার'! সে-ই কি তবে এই রহস্যের গোপন অভিনেতা? এই নরহন্তা দস্যুর সন্ধানে পুলিশ চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেও অকৃতকার্য্য হয়েছে। তবে পুলিশ কোন্ প্রমাণের ওপর নির্ভর ক'রে এই রকম সিদ্ধান্ত করেছে সেটা আগে জানা দরকার।

বিনয় উঠে টেবিলের ওপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিলে। কিছুক্ষণ পরে ওধার থেকে কারও গম্ভীর গলার আওয়াজ শুনেই সে বুঝলে যে বক্তা স্বয়ং ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবু।

বিনয় বললে, "সুপ্রভাত বিনোদবাবু! বিশেষ দরকারে আপনাকে এই অসময়ে বিরক্ত করলুম, দয়া করে মার্জ্জনা করবেন। আমার কিছু জানবার আছে আপনার কাছে।"

বিনোদবাবু বললেন, "বহুত আচ্ছা। তোমাদের আহ্বানে আমার বিরক্ত হবার কিছু নেই। বল আমার কাছে তুমি কি জানতে চাও।"

বিনয় বললে, "বিশ্বনাথ চৌধুরী আপনাদের এলাকাতেই নিহত হয়েছেন এবং খুব সম্ভব এই তদন্তভার আপনার হাতেই পড়েছে। নয় কি?"

বিস্মিতস্বরে বিনোদবাবু বললেন, "তা হয়েছে বটে! কিন্তু তুমি হঠাৎ এই ব্যাপারে এত উৎসুক হয়ে উঠেছ কেন? মাণিকলাল বুঝি পুলিশের ওপর তেমন নির্ভর করতে পারেনি? তোমায় কত টাকা পুরস্কার দেবার অঙ্গীকার করেছে সে, শুনি?"

বিনয় শান্তস্বরে বললে, "আপনার ভুল হয়েছে বিনোদবাবু! আমি মাণিকলালের তরফ থেকে নিযুক্ত হইনি। আমি নিযুক্ত হয়েছি, বিশ্বনাথ চৌধুরীর পার্টনার মিঃ এস্, কে, ব্যানার্জ্জির কাছ থেকে। কিন্তু মাণিকলালের পুরস্কারের কথা কি বলছিলেন ঠিক বুঝতে পারলুম না।"

বিনোদবাবু বললেন, "নিহত বিশ্বনাথ চৌধুরীর ভাই-পো মাণিকলাল চৌধুরী হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের জন্যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন যাতে হত্যাকারী কোনো উপায়ে নিষ্কৃতি না পায়।"

বিনয় সব শুনে বললে, "কিন্তু ওদিকে মেসার্স চৌধুরী এণ্ড ব্যানার্জ্জি ফার্ম থেকে যে হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের জন্যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে, সে সংবাদ রাখেন?"

বিনোদবাবু বললেন, "হ্যাঁ। তাও আমার অজানা নেই। সে-খবরও আমি খানিক আগেই পেয়েছি। কিন্তু

হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা খুব সহজে হবে বলে আমিও মনে করিনা।”

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, “আপনার এই অনুমানের কারণ ?”

বিনোদবাবু বললেন, “তুমি বোধহয় শুনলে বিস্মিত হবে যে, আমার ধারণা, ‘ব্ল্যাকস্পাইডার’ই এই হত্যার জন্যে দায়ী। এপর্য্যন্ত এইশ্রেণীর হত্যাকাণ্ড তার দ্বারা আরও অনেক হয়েছে। কিন্তু কেন যে এই নিরীহ লোকগুলোকে হত্যা করেছে সে, আজ পর্য্যন্ত তার কোনো তথ্যই আবিষ্কার হয়নি। তবে আমাদের ধারণা, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যেই কেউ এই ছদ্মনাম গ্রহণ ক’রে তার শত্রুদের একে একে হত্যা করছে। সাধারণ নাগরিক-জীবন যাপন করতে করতে হঠাৎ সে একদিন ‘ব্ল্যাকস্পাইডার’ মূর্ত্তিতে তার শত্রুর সামনে হাজির হয়ে তাকে হত্যা ক’রে অদৃশ্য হয়। তারপর আবার সেই নাগরিক-জীবন-যাত্রা সুরু করে। এই কারণেই বোধহয় তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা এত দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।”

বিনয় উৎসুকভরে জিজ্ঞাসা করলে, “কিন্তু এই হত্যাও যে সেই ‘ব্ল্যাকস্পাইডারের’ দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, আপনাদের এই অনুমানের কারণ কি বলতে পারেন ?”

বিনোদবাবু বললেন, “শুধু অনুমান নয় বিনয়, ব্ল্যাকস্পাই-ডারের বিরুদ্ধে প্রমাণও পাওয়া গেছে। এর আগে অন্যান্যবারের মত এবারেও নিহত বিশ্বনাথ চৌধুরীর ঘরে বারো ইঞ্চি লম্বা আর সাড়ে-ছয় ইঞ্চি চওড়া পাঞ্জার ক্রেপসোলওলা জুতোর ছাপ আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে বললে ঠিক বলা হবে না। কারণ আমি বাজি রেখে বলতে পারি যে, ‘ব্ল্যাকস্পাইডার’ ইচ্ছে করেই তার এই প্রতীক-চিহ্ন রেখে গেছে আমাদের জন্যে।

কারণ, সে স্থির জানে যে, আমরা কখনই তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবো না। উঃ, এরকম স্পর্দ্ধার 'চ্যালেঞ্জ' সহ্য করা অসহ্য।"

বিনয় হেসে বললে, "কিন্তু সহ্য করতেই হবে যতদিন না তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। কোনো উপায় নেই, নইলে তার এই 'চ্যালেঞ্জ' যে আমরা গ্রহণ করেছি এ-খবরটা তাকে আমি জানাতুম।"

রিসিভারটা টেলিফোনের ওপর রেখে বিনয় কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলো, তারপর একসময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো।

পাঁচ

নিহত বিশ্বনাথ চৌধুরীর বাড়ীর ড্রয়িংরুমে মিনিট-পনেরো অপেক্ষা ক'রে বিনয় হাঁপিয়ে উঠলো। কিন্তু তাকে আর বেশী-ক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। একটু পরেই ছিপছিপে ধরণের এক যুবক সেই ঘরে ঢুকলো।

যুবকটি প্রায় ছ'ফুট লম্বা। এত লম্বা বলেই বোধহয় দেহে মাংস থাকতেও তাকে অপেক্ষাকৃত রোগা বলে মনে হয়। বিষণ্ণ, উস্কো-খুস্কো চুল, চোখে-মুখে একটা নিরাশা ও শোক এবং চিন্তার ছাপ।

যুবক স্থিরদৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে তাকাতে, সে নমস্কার করে মৃদু হেসে বললে, "আপনিই বোধহয় মাণিকলাল চৌধুরী?"

যুবক সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে? এর আগে আপনাকে কখনো দেখেছি বলে ত আমার স্মরণ হয় না!"

বিনয় হেসে বললে, "না। আমাকে আপনি কখনো দেখেননি বটে, তবে আমার পরিচয় হয়তো আপনার জানা থাকতেও পারে। প্রাইভেট-ডিটেকটিভ ভবানী গুপ্তের নাম শুনেছেন বোধহয়?"

যুবক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু..."

বিনয় বললে, "আমি ভবানী গুপ্তের বিশিষ্ট বন্ধু; তার সহকারীও বলতে পারেন। আমি কতকগুলো প্রয়োজনীয় সংবাদ আপনার কাছে জানতে এসেছি।"

যুবক একটু চিন্তা ক'রে বললে, "বেশ, আপনি কি জানতে চান, বলুন ?"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার জ্যোঠামশায়ের হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের জন্যে আপনি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন শুনলুম ?"

যুবক উত্তর দিলে, "হ্যাঁ। দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছি আমি হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের জন্যে। তা সে পুলিশই হোক অথবা আর যেই হোক।"

বিনয় প্রশ্ন করলে, "এই হত্যার জন্যে কাউকে সন্দেহ হয় আপনার ?"

মাণিকলাল উত্তর দিলে, "না। তবে পুলিশের সন্দেহ যে..."

বিনয় বাধা দিয়ে বললে, "আপনার জ্যোঠামশায়ের কোনো পুত্র-সন্তান ছিলোনা কি ?"

মাণিকলাল উত্তর দিলে, "ছিল—কিন্তু কিছুদিন আগে সে বিদেশে মারা গেছে। ঐ একটিমাত্র ছেলে ছাড়া জ্যোঠামশায়ের আর কেউ ছিলোনা।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার সেই জ্যাঠতুত-ভাই বিদেশে কোথায় মারা গেছেন এবং কবে ?"

বিনয়ের এই প্রশ্নে মাণিকলালের মুখে একটা অসহিষ্ণু এবং অসন্তোষের রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠলো। কিন্তু সেই ভাব দমন ক'রে সে উত্তর দিলে, "প্রায় দিন-পনেরো আগে আন্দামান থেকে পালাবার সময়ে সে ওয়ার্ডারদের গুলিতে নিহত হয়েছে।"

বিস্মিত বিনয় যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলে, "কিন্তু তাকে আন্দামানে চালান দেওয়া হয়েছিল কেন ?"

মাণিকলাল সহজভাবেই বললে, "নরহত্যার অপরাধে। প্রায় মাস-ছয়েক আগে সে একটা নরহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়।"

বিনয় একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "তাহলে বর্ত্তমানে আপনিই আপনার জ্যেঠামশায়ের পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ ?"

মাণিকলাল রুক্ষস্বরে উত্তর দিলে,"হ্যাঁ, কিন্তু জ্যেঠামশায়ের হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে হ'লে এসব পারিবারিক ব্যাপার জানা কি একান্তই দরকার বলে মনে হয় আপনার ?"

মাণিকলালের বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনেও বিনয় হেসে বললে, "প্রয়োজন হতেও পারে মিঃ চৌধুরী! হত্যাকারী কত চতুর এবং সুদক্ষ অভিনেতা তা আশা করি আপনার অজানা নেই। এই অবস্থায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবার আগে আমাদের ভালো ভাবেই তৈরি হওয়া দরকার। হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের জন্যে আপনারও যে আগ্রহের অভাব নেই তা আপনার পুরস্কারই প্রমাণ করে দিয়েছে।"

মাণিকলাল দৃঢ়স্বরে বললে, "হ্যাঁ। যেমন করেই হোক তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে—তারপর অন্য কথা। আমি আপনার এইসব প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হয়েছি বলে ভাববেন না। এইসব অপ্রীতিকর আলোচনা নিরর্থক ভেবেই আমি আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম।"

বিনয় হেসে বললে, "বিলক্ষণ! আরও কয়েকটা কথা আমার জানা দরকার। আপনার জ্যেঠামশায়ের উইলের এক্জিকিউটার কে ?"

মাণিকলাল বললে, "মেসার্স সেন এণ্ড কোং। ডালহাউসি-স্কোয়ারে তাদের···"

বাধা দিয়ে বিনয় বললে, "আচ্ছা। আর-একটা প্রশ্ন করেই আমি বিদায় গ্রহণ করব। কথাটা একটু ভেবে উত্তর দেবেন। আপনার জ্যেঠামশায়ের কোনো শত্রু ছিল কিনা আপনি জানেন ?"

মাণিকলাল বললে, "না।"

মাণিকলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিনয় রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। তারপর একবার অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলে, "মেসার্স সেন এণ্ড কোং! আমার সৌভাগ্য যে মেসার্স সেন এণ্ড কোং বিশ্বনাথ চৌধুরীর উইলের এক্‌জিকিউটার।"

ছয়

পরদিন সকালে রোজকার অভ্যাসমত খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বিনয় আরেকটা পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ দেখতে পেলে। সেই কলমের মাথায় বড় বড় হরফে লেখা ছিল :

৫০০০৲ পুরস্কার !

"যে-কোনো ব্যক্তি দুর্দ্ধর্ষ দস্যু ব্ল্যাকস্পাইডার সম্বন্ধে এমন কোনো সংবাদ পুলিশকে জানাইতে পারিবে যাহাতে তাহার গ্রেপ্তার বা সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, তাহাকে উপরোক্ত পুরস্কার প্রদান করা হইবে। ব্ল্যাকস্পাইডারের কোনো অনুচর এই সংবাদ জানাইলে তাহাকে সম্পূর্ণ মার্জ্জনা করা হইবে এবং উপরোক্ত পুরস্কারে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মাইবে।

ডব্লিউ রিচার্ডসন

পুলিশ কমিশনার

পড়ে বিনয়ের মনে হ'ল, ব্ল্যাকস্পাইডার যেই হোক না কেন, এবার আর তার পরিত্রাণ নেই দেখতে পাচ্ছি। ব্ল্যাকস্পাইডারের কোনো অনুচর আছে কি না কে জানে! থাকলে, সর্ব্বসমেত এই পঁচিশ হাজার টাকার লোভে তাদের কেউই যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না একথা জোর ক'রে বলা চলে না।

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে বিনয়ের চমক ভাঙলো। সে উঠে ফোনের রিসিভারটা কানের কাছে নিয়ে যেতেই একটা উত্তেজিত গম্ভীর স্বর তার কানে এলো, "হ্যালো—বিনয়! আমি ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবু. কথা বলছি থানা থেকে। তুমি এখুনি একবার এখানে এসো।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "কেন বলুন ত ? আপনাকে বেশ একটু উত্তেজিত বলে বোধ হচ্ছে। ব্যাপার কি ?"

বিনোদবাবু বললেন, "হ্যাঁ···উত্তেজিত হবার মত যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। আজ একটু আগেই থানার সামনে ব্ল্যাক-স্পাইডার বা তার অনুচরবৃন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল। শুধু তাই নয়, আর একটি হতভাগ্য লোককে তারা যমালয়ের পথ দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। তুমি এলেই সব জানতে পারবে।"

হাতের রিসিভারটা রেখে বিনয় ভাবতে লাগলো, থানার সামনে নরহত্যা করবার সাহস যে রাখে, তার শক্তি-সামর্থ্যের প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু কে এই ব্ল্যাকস্পাইডারের শিকার ? তাকে থানার সামনেই হত্যা করবার এমন কি প্রয়োজন ঘটেছিল ?

হঠাৎ সকালের কাগজে পুরস্কার ঘোষণার কথা মনে হতেই সে ব্যাপারটা কিছু আন্দাজ করতে পারলে। পুরস্কারের লোভে কেউ হয়ত বিশ্বাসঘাতকতা করতে এসেছিল, আর এই খবরটা জানতে পেরেই থানায় পৌঁছবার আগেই ব্ল্যাকস্পাইডার তাকে হত্যা করেছে।

বিনয় আর দেরী না ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে একখানা ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বললে, "পুলিশ হেড-কোয়ার্টার। খুব তাড়াতাড়ি চলো।"

থানায় পৌঁছে ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবুর ঘরে ঢুকতেই তিনি

চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "অদ্ভুত সাহস এই ব্ল্যাকস্পাইডারের। পুলিশ হেড-কোয়ার্টারের সামনে এসে সে একটা লোককে মারাত্মকভাবে জখম ক'রে গেল, অথচ আমরা তার কিছুই করতে পারলুম না।"

বিনয় ব্যস্তভাবে বললে, "ব্ল্যাকস্পাইডারের গুণকীর্ত্তন পরে শোনা যাবে। আগে বলুন কি ব্যাপার ঘটেছে। সেই আহত লোকটা কোথায়?"

গম্ভীরমুখে বিনোদবাবু বললেন, "আহত লোকটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। ডাক্তারের মতে লোকটি আর বড়-জোর আট ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে। লোকটিকে সনাক্ত করবার জন্যে আমি সেন কোম্পানীর এটর্নি আপিসে খবর পাঠিয়েছি।"

বিনয় অবাক হয়ে বললে, "সেন কোম্পানীর আপিসে খবর পাঠিয়েছেন? কেন? লোকটা কি সেখানকারই কেউ?"

বিনোদবাবু বললেন, "হ্যাঁ। আহত ব্যক্তি সেই আপিসেরই একজন কেরানী। তার পকেটের কাগজপত্রগুলো থেকেই একথা আমরা জানতে পেরেছি।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "তার মুখ থেকে কিছু খবর পেয়েছেন?"

বিকৃত মুখভঙ্গি ক'রে বিনোদবাবু বললেন, "সেকথা বলবার আর সময় পেলে কোথায়? রাস্তায় গুলি খেয়েই লোকটা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে। তারপর তাকে ধরাধরি ক'রে ভেতরে এনে ডাক্তারকে ফোন করা হয়। লোকটাকে ভেতরে আনবার পর সে হাঁপাতে-হাঁপাতে একবার 'ব্ল্যাকস্পাইডার!' বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপরে লোকটার আর জ্ঞান হয়নি। আর হবে কিনা তাই বা কে জানে।"

বিনয় বললে, "যাই হোক, লোকটা যে ব্ল্যাকস্পাইডার সম্বন্ধে

কিছু জানে তাতে আর সন্দেহ নেই। এবং কে তাকে হত্যা করেছে তাও সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, এটর্নি আপিসের সামান্য একজন কেরানীর পক্ষে ব্ল্যাকস্পাইডার সম্বন্ধে কিছু জানা সম্ভব হ'ল কি ক'রে। পুলিশের সুদক্ষ গুপ্তচরেরা এপর্য্যন্ত যার সন্ধান করা দূরে থাকুক, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রমাণ করতে পারেনি, একজন কেরানী তার সন্ধান পেলে কি উপায়ে! পুলিশ-কমিশনারের পুরস্কারের লোভেই সে থানায় আসছিলো, তারপর যে-কোনো উপায়ে জানতে পেরে তার মতলব পণ্ড করবার জন্যে ব্ল্যাকস্পাইডার তাকে হত্যা করবার মতলব করে। তবে এটা ঠিক যে, এ-লোকটা এমন কোনো গুপ্তখবর জানে যা পুলিশের কাছে প্রকাশ হলে ব্ল্যাকস্পাইডারের বিপদ ঘটতে পারে।"

বিনোদবাবু বললেন, "তা ত' বুঝলুম। কিন্তু লোকটা যদি অজ্ঞান অবস্থাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় তাহলে কি ঘটবে বুঝতে পারছ ত? কাল সকালে বাইরে আর আমাদের মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। খবরের কাগজওলাদের কৃপায় সমস্ত সহরবাসী এই কেলেঙ্কারীর কথা জানতে পারবে। তারপর সুরু হবে পুলিশের অক্ষমতা এবং দুর্ব্বলতার আলোচনা। আর সম্পাদকরা ত হাত ধুয়েই বসে আছে। একটু সুযোগ পেলেই হয়। এদের কলমের খোঁচাকে আমি যতটা ভয় করি, ততটা ভয় বোধহয় দুনিয়ায় আর কাউকেও করি না। এর মধ্যেই এখানে কাগজের রিপোর্টারদের আনা-গোনা সুরু হয়েছে। কাক-পক্ষীতে যে কথা জানতে পারে না, এই রিপোর্টাররা সেসব খবর কি ক'রে এবং কোত্থেকে পায় তা একমাত্র ভগবানই জানেন।"

এমন সময়ে একজন সার্জ্জেণ্ট সেই ঘরে ঢুকে জানালে যে, আহত-ব্যক্তির জ্ঞান ফিরে এসেছে।

এই কথা শুনে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনোদবাবুর অবসাদ মন্ত্রবলে দূর হয়ে গেল। তিনি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, "শীগগির এসো বিনয়। লোকটা মারা পড়বে একথা অবধারিত। কিন্তু মৃত্যুর আগেই তার বক্তব্যগুলো আমাদের শুনে নিতে হবে।"

বিনোদবাবুর পিছু-পিছু বিনয় একটা প্রকাণ্ড হল-ঘরে এসে হাজির হ'ল। ডাক্তার আহত-ব্যক্তির হাতে একটা ইঞ্জেক্শান্ দিয়ে বিনোদবাবুর দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, "লোকটা আর বড়-জোর মিনিট-দশেক বাঁচতে পারে।"

আহত-লোকটি চোখ মেলে বিহ্বলদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইছিল। বিনোদবাবু তার ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কিছু বলতে চাও?"

লোকটি বিনোদবাবুর দিকে কয়েকমুহূর্ত্ত তাকিয়ে তারপর একটু ম্লান হেসে বললে, "হ্যাঁ। আমার বক্তব্য অনেক-কিছুই ছিল বটে, কিন্তু সব কথা শেষ করা আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। আমাকে বাঁচাবার জন্যে যত চেষ্টাই হোক না কেন, আমার মৃত্যুর আর দেরী নেই। কিন্তু তার আগেই যতটা সম্ভব আমি বলে যাবো, নইলে মরেও আমি শান্তি পাবো না।"

একটু দম নিয়ে লোকটি আবার বলে চললো, "ব্ল্যাক-স্পাইডার আমার মুখ বন্ধ করবার জন্যে আমায় রাস্তায় গুলি করেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে আমি তার সম্বন্ধে কোনো কথা প্রকাশ করবার জন্যেই থানায় যাচ্ছি। আমাকে গুলি ক'রে হত্যা করা তার পক্ষে সম্ভব হলেও তার আসল

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, মৃত্যুর আগেই আমার বক্তব্য আমি পুলিশের কাছে প্রকাশ ক'রে যাবো।"

বিনোদবাবু ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্ল্যাকস্পাইডারের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল? সে কে তা তুমি জানো?"

লোকটি মৃদু হেসে বললে, "না। ব্ল্যাকস্পাইডার কে তা আজ পর্য্যন্ত আমার জানা নেই। কিন্তু আপনারা শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে, তার সঙ্গে আমার দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছে কোনও গোপন আলোচনা নিয়ে, কিন্তু তবুও সে যে কে তা আমি জানি না। কারণ, প্রত্যেকবারেই তার মুখ একটা কালো রংয়ের মুখোসে ঢাকা থাকতো। তবে লোকটাকে যথেষ্ট লম্বা এবং বলশালী বলেই আমার ধারণা হয়েছিল।" একটা ঢোঁক গিলে এই পর্য্যন্ত বলে লোকটি চুপ ক'রে গেল। ডাক্তার তখুনি খানিকটা ব্র্যাণ্ডি তার মুখে ঢেলে দিলেন। কিছুক্ষণ সব চুপ। তারপর লোকটি বহুকষ্টে বলতে সুরু করলে, "আমাকে আর কোনো প্রশ্ন না ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করতে দিন। নইলে আমার কাহিনী আমি শেষ ক'রে যেতে পারবো না। আমি মেসার্স সেন অ্যাণ্ড কোং'র আপিসে 'এসিস্ট্যাণ্ট কেসিয়ার' ছিলুম, একবার বিশেষ বিপদে পড়ে আপিসের 'ক্যাস্' থেকে আমি ধার বাবদ কিছু টাকা নিতে বাধ্য হয়েছিলুম। আমার মনে কোনও পাপ ছিল না। নেহাৎ দায়ে পড়েই ওই টাকাটা আমায় নিতে হয়েছিল। ঠিক করেছিলুম, সময়মত আপিসের টাকা ফেরত দিলেই চলবে। তাতে দু'দিকই রক্ষা পাবে।

আপনারা বলবেন, এটা চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আগেই বলেছি যে আমার কোনো মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না। যাই হোক, ক্রমে কিছু টাকা শোধ হবার পরেই হঠাৎ

একদিন জানতে পারলুম যে, তিনদিন পরেই আমাদের আপিসের 'অডিট' হবে। শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। অডিট হবার আগে এই ধার শোধ করতে না পারলে তার ফলে কি ঘটবে তা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। আমি টাকার জন্যে পাগলের মত অস্থির হয়ে উঠেছি, ঠিক এমনি সময়ে আমার সামনে এসে হাজির হ'ল—ব্ল্যাকস্পাইডার তার অভয় বাণী বহন ক'রে। সে আমার কাছে এসে বললে, যদি আমি তার কথামত একটা কাজ করতে রাজি হই, তবে সে আমাকে প্রচুর টাকা পুরস্কার দেবে।

তার এই কথা শুনে আমি তখুনি তার সর্ত্তে রাজি হলুম। কারণ, তখন ভালো মন্দ বিবেচনা করবার শক্তি আমার লোপ পেয়েছিল। তারপর একদিন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমি ব্ল্যাক-স্পাইডারের আদেশমত বিশ্বনাথ চৌধুরীর উইলসংক্রান্ত তথ্য বয়ে নিয়ে এসে তার কাছে পৌঁছে দিই। সমস্ত কথা শুনে ব্ল্যাকস্পাইডার আমাকে শুধু প্রশ্ন করেছিল যে, বিশ্বনাথবাবু তার উইল বদলাবার প্রসঙ্গে আর কারও নাম উচ্চারণ করেছিলেন কিনা। তারপর বলা বাহুল্য যে, আমার এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার নিয়ে আমি অনায়াসে বিপদ থেকে মুক্ত হলুম।

বিপদ থেকে মুক্তি পাবার পর অনুশোচনায় আমার মন ভরে গেল। তখন আমার চিন্তা হ'ল যে, কি ক'রে নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। এক-একবার মনে হ'ত যে, বিশ্বনাথ চৌধুরীকে গোপনে এই সংবাদ জানিয়ে সতর্ক করি। কিন্তু তখুনি মনে পড়ে যেত, ব্ল্যাকস্পাইডারের সেই সাবধান-বাণী—'তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার কোনো দরকার না হলে ভবিষ্যতে আমাদের আর কখনো দেখা হবে

না।' সুতরাং প্রাণের ভয়ে আমি সে-কাজ আর করতে পারলুম না।

তারপরেই ঘটলো বিশ্বনাথ চৌধুরীর রহস্যময় মৃত্যু। এই ঘটনাতে আমার কতটুকু হাত ছিল তা ভগবান জানেন। কিন্তু আমার মনে ধারণা হ'ল যে, এর জন্যে দায়ী হয়তো আমিই। সময়মত তাঁকে সাবধান করলে আজ হয়তো এভাবে তাঁর মৃত্যু হ'ত না। এক-একবার ইচ্ছা হ'ত, পুলিশের কাছে সব কথা খুলে বলি। আমার এই মানসিক অবস্থা হয়তো ব্ল্যাক-স্পাইডার অদৃশ্য থেকে লক্ষ্য করছিল। তারপর আজ আমায় আসতে দেখে সে যা করেছে, আপনারা সব জানেন।"

কথাগুলো শেষ ক'রে লোকটা ভয়ানকভাবে হাঁপাতে সুরু করলে। বিনোদবাবু অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্ল্যাক-স্পাইডার কি তোমায় নিজের হাতে গুলি করেছে?"

দম্ টেনে-টেনে বহু কষ্টে লোকটা উত্তর দিলে, "হ্যাঁ। গুলি খেয়ে ঘুরে পড়বার সময়ে মুহূর্তের জন্যে তার মুখ আমি দেখতে পেয়েছিলুম। মোটরের ভেতর থেকে সে আগ্রহভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তার নিক্ষিপ্ত গুলির ফল লক্ষ্য করছিল। অন্যান্যবারের মত এবারেও তার মুখ কালো মুখোসে ঢাকা ছিল।"

তারপর ধীরে ধীরে লোকটার চেতনা লুপ্ত হ'ল। ডাক্তার ম্লান হেসে বললেন, "মৃত্যুর আর বড়-জোর দু-তিন মিনিট দেরী।"

আরও পাঁচ-সাত মিনিট সেখানে অপেক্ষা করার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিনোদবাবু বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

সাত

সেন-কোম্পানীর এটর্নী-আপিসের সিনিয়ার পার্টনার দিলীপ সেন খুব গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। মাঝে-মাঝে চোখ তুলে টেবিলের ওপরের খবরের কাগজখানার দিকে চাইছিলেন। সেদিনকার দৈনিক কাগজখানাতে ব্ল্যাকস্পাইডারের দ্বারা তাঁরই আপিসের কেরানী-হত্যার সম্পূর্ণ বিবরণ ছাপা হয়েছিল।

• হঠাৎ কিছু মনে পড়তেই দিলীপ সেন কলিং বেল টিপলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো, দিলীপ সেনের শিখ-ড্রাইভার অর্জ্জুন সিং।

দিলীপ সেন তার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "ওই চেয়ারটাতে বসো। আমার কথাগুলোর জবাব দাও।"

দিলীপ সেনের নির্দ্দেশে অর্জ্জুন সিং তার নিদ্দিস্ট চেয়ারটা দখল ক'রে বসবার পর তিনি বললেন, "মাণিকলালের সম্বন্ধে নতুন কোনো সংবাদ আছে ?"

অর্জ্জুন সিং বললে, "বিশেষ কিছুই নয়। তোমার কথামত যে-লোকটি মাণিকলালের ওপর দৃষ্টি রেখেছে তার কাছে খবর পেলুম যে, সে এবং মিঃ ব্যানার্জ্জি এক অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছ থেকে দু'খানা উড়ো চিঠি পেয়েছেন এবং তাঁরা সেই চিঠির ভয়ে মুসড়ে পড়ে হাজারিবাগের সেই জায়গা বিক্রি ক'রে দেওয়াই স্থির করেছেন।"

বিস্মিত দিলীপ সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু একটা উড়ো-চিঠির ভয়ে সেই জায়গাটা বিক্রি ক'রে দেবার কোনো কারণ আছে কি ?"

অর্জ্জুন সিং জবাব দিলে, "তা জানি না। তবে তাদের আশঙ্কা যে, জায়গাটা বিক্রি ক'রে না দিলে তাদের অদৃষ্টেও বিশ্বনাথ চৌধুরীর মত মৃত্যু ঘটতে পারে।"

দিলীপ সেন একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "তাহলে তাদের ধারণা এই যে, 'ওই পত্রপ্রেরক আর কেউ নয়, স্বয়ং ব্ল্যাক-স্পাইডার—কেমন ?' "

অর্জ্জুন সিং বললে, "হ্যাঁ। তাছাড়া আর কি সম্ভব হতে পারে, বল ?"

দিলীপ সেন চিন্তিতভাবে বললেন, "বটে! এই আতঙ্ক তাদের মনে ঢুকলো কি ক'রে সেই কথাই আমাকে আগে জানতে হবে।"

দিলীপ সেন উঠে সামনেই দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা একটা সিন্দুক খুলে কতকগুলো কাগজপত্র বের ক'রে বললেন, "বহু চেষ্টাতে আমি এই গুপ্ত তথ্যগুলো জোগাড় করেছি। এগুলো আর কিছুই নয়, আন্দামান-পুলিশের সঙ্গে গোপনে যেসব আলোচনা চলছে তারই কতকগুলো নকল। আন্দামান থেকে কিছুদিন আগে যে দু'জন কয়েদী পালিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনকে জেলের ওয়ার্ডাররা গুলি ক'রে হত্যা করলেও দ্বিতীয় অপরাধীর এপর্য্যন্ত কোনো সন্ধান পায়নি। ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষের স্থির বিশ্বাস যে, সেই কয়েদী কোনোক্রমে পালাতে সমর্থ হয়ে এদেশে এসে উপস্থিত হয়েছে।"

অর্জ্জুন সিং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "পুলিশের এই অনুমানের কোনো প্রমাণ আছে কি ?"

দিলীপ সেন বললেন, "সে-প্রশ্নের জবাব এখন দেওয়া মুস্কিল। তবে একথা ঠিক যে, তারা প্রমাণ ছাড়া নিশ্চয়ই এ-সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়নি এবং এর ফলে কি ঘটতে পারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?"

অর্জ্জুন সিং গম্ভীরভাবে বললে, "হ্যাঁ। এখন কি করতে বল তুমি?"

দিলীপ সেন বললেন, "এখন তোমার বিশেষ কিছু করবার নেই। দরকারমত সব ব্যবস্থা আমি নিজেই করবো। কিন্তু তার আগে জানা দরকার, অবনীকান্ত দত্তের হত্যাকারী কে? উপস্থিত আমাকে এই রহস্যের সমাধানের জন্যে একবার বিনয়ের সাহায্য নিতে যেতে হবে।"

আট

দিলীপ সেনের কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে স্তম্ভিত বিনয় খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "তোমার কাছে না শুনে অন্য কারও কাছে এই কাহিনী শুনলে আমি হেসেই উড়িয়ে দিতুম। যাই হোক, তাহলে তোমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, ব্ল্যাক-স্পাইডারই এই রহস্যের মূল, কেমন ?"

দিলীপ সেন বললেন, "হ্যাঁ। জমিদার অবনীকান্ত দত্তের মৃত্যু থেকে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুর মূলেই রয়েছে ঐ এক ছদ্মবেশী দস্যু। দস্যু বললে হয়তো ঠিক বলা হয় না। কারণ সে পেশাদার দস্যু নয়। তোমার আমার মতই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ সে। তার দরকার হলেই সে ছদ্মবেশে নিজের কাজ উদ্ধার করে, তারপর নিজের কাজ মিটে গেলেই আবার সাধারণ মানুষের দলে মিশে যায়। এরকম লোককে সারাজীবন খুঁজলেও পুলিশ আবিষ্কার করতে পারবে না।"

বিনয় একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "তা নাহয় বুঝলুম! কিন্তু সে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এতগুলো নরহত্যা করেছে, তাও ত আমাদের ভেবে দেখতে হবে! তারপর মাণিকলাল এবং মিঃ ব্যানার্জ্জির ঐ উড়ো-চিঠি! ওগুলোও যদি তারই কাজ হয় তবে সেও কি ঐ একই উদ্দেশ্যে করছে বলে মনে কর তুমি ?"

দিলীপ সেন বললেন, "হাঁ। ঘটনাগুলো খাপছাড়া হলেও এর প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ-

গুলো একসঙ্গে গাঁথতে না পারলে আমরা এর হদিস বের করতে পারবো না।”

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, “মাণিকলাল এবং মিঃ ব্যানার্জ্জির মত তোমারও কি বিশ্বাস যে, বিশ্বনাথ চৌধুরী, মাণিকলাল আর মিঃ ব্যানার্জ্জির কাছে ব্ল্যাকস্পাইডারই নিজে ওই উড়ো-চিঠি পাঠিয়েছে?”

দিলীপ সেন বললেন, “সেকথা সঠিক বলা সম্ভব না হলেও বিশ্বনাথ চৌধুরীকে যে ব্ল্যাকস্পাইডারই খুন করেছে একথা তুমি ভুলে যেও না। কারণ, বিশ্বনাথ চৌধুরীর ঘরে ব্ল্যাকস্পাইডারের মার্কা-মারা পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছিল। সে ঠিক জানে যে, তাকে আবিষ্কার করা পুলিশের অসাধ্য। তাই সে তার আসার চিহ্ন ইচ্ছে করেই সেখানে রেখে গিয়েছিল।”

বিনয় বললে, “বেশ। কিন্তু একমাত্র ঐ উড়ো-চিঠি ছাড়া বিশ্বনাথ চৌধুরীর সঙ্গে ব্ল্যাকস্পাইডারের কোনো সম্পর্ক এখনো পর্য্যন্ত আমাদের জানা নেই। ঐ উড়ো-চিঠিতে লেখা হয়েছিল যে, ‘মিল’ করলে তাদের প্রাণের আশঙ্কা আছে। কিন্তু সেখানে ‘মিল’ হোক বা না হোক তাতে ব্ল্যাকস্পাইডারের কি ক্ষতিবৃদ্ধি বলতে পারো?”

দিলীপ সেন বললেন, “কিন্তু তাতে ব্ল্যাকস্পাইডারের কোনো স্বার্থ না থাকলে ঠিক ঐ ধরণের উড়ো-চিঠি মাণিকলাল আর মিঃ ব্যানার্জ্জিকে সে পাঠালে কেন?”

বিনয় বললে, “কি জানি! তবে মাণিকলাল আর মিঃ ব্যানার্জ্জি হাজারিবাগের ঐ জায়গায় ‘মিল’ বসাবেন না। তাঁদের বিশ্বাস যে ব্ল্যাকস্পাইডারের ঐ আদেশ পালন না করলে তাঁদেরও অপমৃত্যু ঘটতে পারে। তাই তাঁরা হাজারিবাগের ঐ জায়গা বিক্রি ক’রে দেবেন ঠিক করেছেন।”

দিলীপ সেন বললেন, "এ-খবর তুমি পেলে কোথায় ?"

বিনয় বললে, "আজ সকালে তোমাদের আপিসের কেরানীর মৃত্যুর পর মাণিকলাল আর মিঃ ব্যানার্জ্জি থানায় গিয়ে ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, ব্ল্যাক-স্পাইডারের লেখা ঐ উড়ো-চিঠি নিয়ে। সেখানে তাঁরা একথা প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেননি যে, পুলিশের ওপর তাঁদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। এতদিনেও যখন সেই নরহত্যাকারী দস্যুকে গ্রেপ্তার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না, তখন পুলিশের ওপর নির্ভর ক'রে না থেকে ব্ল্যাকস্পাইডারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করা উচিত। তাতে তাঁদের ক্ষতি হলেও, জীবন রক্ষা হবে।"

দিলীপ সেন রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, "কিন্তু মাণিক-লাল সে জায়গা বিক্রি করবে কি ক'রে ? মাণিকলালের সে অধিকার কোথায় ?"

বিনয় বিস্মিত হয়ে বললে, "কেন ? বিশ্বনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর মাণিকলালই ত তাঁর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়েছে !"

দিলীপ সেন গম্ভীরভাবে বললেন, "না। মাণিকলাল বিশ্বনাথ চৌধুরীর ষ্টেটের আয় থেকে নির্দ্দিষ্ট একটা বৃত্তি পাবে মাত্র। বাকী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আন্দামানে দ্বীপান্তরিত বিশ্বনাথ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র।"

বিনয় চমকে উঠে বললে, "তুমি আমার সঙ্গে রহস্য করছ নাকি ?"

দিলীপ সেন বললেন, "নিশ্চয়ই না। বিশ্বনাথ চৌধুরী আর একদিন বেঁচে থাকলে হয়তো মাণিকলালই তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হ'ত। কিন্তু ব্ল্যাকস্পাইডারের কৃপায়

মাণিকলাল সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উইল বদলাবার আগেই বিশ্বনাথ চৌধুরীর মৃত্যু ঘটেছে। ব্ল্যাকস্পাইডার অনেক কিছু বিবেচনা ক'রে তারপর সময়মত বিশ্বনাথ চৌধুরীকে হত্যা করেছে, যাতে তিনি উইল বদলাবার সুযোগ না পান। আমার আপিসের কেরানীর শেষ-জবানবন্দীতেও এই কথার উল্লেখ আছে।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "মাণিকলাল বা তার পার্টনার মিঃ ব্যানার্জ্জি এ-খবর জানেন?"

দিলীপ সেন জবাব দিলেন, "না। তবে এ-খবর বেশী দিন চাপা থাকবে না।"

বিনয় বললে, "কিন্তু বিশ্বনাথ চৌধুরীর সেই দ্বীপান্তরিত পুত্র জেল থেকে পালাবার সময় ওয়ার্ডারদের গুলিতে মারা গেছে। কাজেই সে তার বাবার সম্পত্তি দখল করতে আসবে না।"

দিলীপ সেন বললেন, "তোমার কথা কতদূর সত্যি তা এখন সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে সেই মৃত পুত্র যদি কোনদিন সশরীরে উপস্থিত হয়ে তার পৈতৃক-সম্পত্তি দাবী ক'রে বসে তাহলে আমি অন্ততঃ তাতে আশ্চর্য্য হব না।"

বিনয় গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "তার মানে?"

দিলীপ সেন চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, "মানে বুঝতে পারবে সেইদিন যেদিন জমিদার অবনীকান্ত দত্তের হত্যারহস্য ভেদ হবে। কিন্তু সে-কথা থাক। এখন এই ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছ কি না?"

মৃদু হেসে বিনয় বললে, "তোমার কথা রাখবার প্রতিজ্ঞা না করলেও, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাকে সাহায্য করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবো।"

দিলীপ সেন বললেন, "ধন্যবাদ। ঠিক সময়ে তোমার সাহায্য আমি প্রার্থনা করবো। তুমি তৈরি থেকো।"

নয়

পরের দিন থানায় গিয়ে, বিনোদবাবুকে একরাশ কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখে বিনয় বললে, "আজ খুব ব্যস্ত আছেন, না ?"

টেবিল থেকে মুখ তুলে বিনোদবাবু বললেন, "ব্যস্ত একটু আছি বিনয়। বোসো তুমি। আজ একটা নতুন খবর শোনাবো তোমায়।"

সামনের চেয়ারে বসে আগ্রহভরা দৃষ্টিতে বিনয় বিনোদবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

বিনোদবাবু বলতে লাগলেন :

"তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে, অবনীকান্ত দত্তকে খুন ক'রে যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হয়েছিল, সেই কল্যাণকুমার আন্দামান থেকে পালিয়ে এদেশে এসে হাজির হয়েছে।"

বিস্মিত বিনয় বললে, "সে কি ? সে ত আন্দামান থেকে পালাবার সময় জেল-ওয়ার্ডারদের গুলি খেয়ে মারা গেছে বলেই শুনেছিলুম। সে আবার হঠাৎ কোন্ মন্ত্রবলে বেঁচে উঠে এদেশে হাজির হ'ল, শুনি ?"

বিনোদবাবু বললেন, "মন্ত্রবলে নয় মোটেই ! কারণ, সে মরেনি সেখানে। জেল থেকে পালাবার সময় তার যে সঙ্গী জুটেছিল, তার নামও ছিল কল্যাণকুমার। জেল-

ওয়ার্ডারদের গুলিতে সেই কল্যাণকুমারই মরেছে, বিশ্বনাথ চৌধুরীর ছেলে কল্যাণকুমার নয়। কল্যাণকুমারকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে আন্দামান-পুলিশ এখানে সব ঘটনা জানিয়ে তার সন্ধান করতে অনুরোধ করেছে।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "তার কোনো সন্ধান পেয়েছেন?"

বিনোদবাবু বললেন, "না, এখনও পাইনি। তবে শীগগির পাবো বলে আশা রাখি।"

মৃদু হেসে বিনয় বললে, "কিন্তু তার সন্ধান পেলেও কোনো লাভ হবে না বিনোদবাবু। কারণ, যে-অপরাধে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছিল তার জন্যে দায়ী সে নয়, দায়ী অন্য লোক। ব্ল্যাকস্পাইডারের আদেশে কোনো গুণ্ডা দ্বারা জমিদার অবনীকান্ত দত্ত খুন হয়েছিল।"

অবিশ্বাসের হাসি হেসে বিনোদবাবু বললেন, "এইরকম অসম্ভব কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল?"

বিনয় বললে, "সে আপনার ইচ্ছে। তবে আপনি এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন যে, যথেষ্ট প্রমাণ না পেয়ে আমি একথা আপনাকে শোনাতে আসিনি।"

বিনোদবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন, "তোমার কথা সত্যি বলে মেনে নিলেও, ব্ল্যাকস্পাইডারের এতে কি স্বার্থ থাকতে পারে বলতে পারো?"

বিনয় বললে, "সে-কথা এখন বলা অসম্ভব। তবে জমিদার অবনীকান্ত দত্তের হত্যার দায়িত্ব কল্যাণকুমারের ঘাড়ে চাপাবার ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল। ব্যাপার দেখে বেশ বোঝা যায়, কোনো গোপন অভিসন্ধি নিয়ে ব্ল্যাকস্পাইডার অনেক ধৈর্য্যের সঙ্গে তার নির্দ্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ব্ল্যাকস্পাইডার মৃত বিশ্বনাথ চৌধুরীর

কোনো পরিচিত শত্রু। প্রকাশ্যে তার শত্রুতা সাধন করার অনেক অসুবিধে ছিল বলেই সে এই গুপ্ত নামে তার সর্ব্বনাশ সাধন করেছে। জমিদার অবনীকান্ত দত্তের সঙ্গে বিশ্বনাথ চৌধুরীর জমিসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে বহুদিন থেকেই মনান্তর চলছিল। এই ঘটনাটুকুর সাহায্য নিয়েই সে কল্যাণকুমারকে পথ থেকে সরিয়েছে। তারপর সে প্রকাশ্যে হত্যা করে বিশ্বনাথ চৌধুরীকে।"

বিনোদবাবু বললেন, "তোমার কথাগুলো শুনতে খুব অদ্ভুত হলেও একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। কিন্তু তোমার বক্তব্যের প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ ছাড়া এসব কথার কোনো মূল্য নেই।"

বিনয় বললে, "হয়তো নেই, কিন্তু প্রত্যেক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার আগে তার উদ্দেশ্য এবং পন্থা সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে কতকগুলো জিনিস অনুমান ক'রে নিতে হয়। তারপর চলে তার সন্ধান। আমাদের সেই সব অনুমানের কোনো প্রমাণ না থাকলেও যে সেগুলো একেবারেই বাজে হবে তার কোনো মানে নেই। কারণ, সেই অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে অপরাধীর কার্য্যকলাপ।

এ-ক্ষেত্রেও ঠিক ঘটেছে তাই। কতকগুলো অপরাধ জানা গেলেও তা দ্বারা তার কোনো স্বার্থ সিদ্ধি হয়েছে বলে আমরা প্রমাণ পাইনি। প্রত্যেক জায়গাতেই সে হত্যা ক'রে অদৃশ্য হয়েছে এবং যাবার সময়ে রেখে গেছে তার মার্কা-মারা পদচিহ্ন, যাতে পুলিশের মনে হত্যাকারী সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ না থাকে। কিন্তু তা'সত্বেও সে গোপনে অবনীকান্তকে হত্যা ক'রে তার দায়িত্ব কল্যাণকুমারের ঘাড়ে চাপাতে গেল কেন বলতে পারেন? তার এই লুকোচুরির দরকারটা কি ছিল?

তারপর ঐ এটর্নি-আপিসের কেরানীকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বিশ্বনাথ চৌধুরীর উইলের সন্ধান নেবারই বা কি প্রয়োজন ছিল তার ?

যাই হোক, এখন এই খাপছাড়া খবরগুলো গুছিয়ে নিয়ে ভালো ক'রে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, ব্ল্যাক-স্পাইডারের প্রধান লক্ষ্য ছিল—বিশ্বনাথ চৌধুরী। বিশ্বনাথ চৌধুরীর মৃত্যু না হলে উইলের দিক থেকে সে লাভবান হতে পারতো না।"

বিনোদবাবু বললেন, "বিশ্বনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর উইলের দিক থেকে সম্পূর্ণ লাভবান হবে তাঁর ভাইপো মাণিকলাল। তবে তুমি কি বলতে চাও যে, মাণিকলালই ছদ্মবেশী ব্ল্যাক-স্পাইডার ?"

বিনয় বললে, "সেকথা এখন বলা শক্ত। তবে শেষ পর্য্যন্ত যদি মাণিকলাল, আপনি কিংবা আমিই ব্ল্যাকস্পাইডার ব'লে ধরা পড়ি, তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।"

বিনোদবাবু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "তোমাকে বলতে বাধা নেই যে, শ্রীমান মাণিকলালের ওপর সন্দেহ আমার আগে থেকেই হয়েছিল। কিন্তু শুধু মাত্র সন্দেহের বশে তাকে গ্রেপ্তার করা চলে না বা তার শাস্তিও হবে না। আমি কিন্তু মাণিকলালের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পেলেই তাকে আমি গ্রেপ্তার করবো।"

থানা থেকে রাস্তায় বেরিয়ে বিনয় তার বাড়ীর দিকে চললো। যেতে-যেতে হঠাৎ কিছু দূরে চোখ পড়তেই সে চমকে

উঠলো। সে দেখতে পেলে, একটা জোয়ান গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকের সঙ্গে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে মাণিকলাল কি-যেন পরামর্শ করছে। মাঝে-মাঝে সে সতর্ক-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইছিল।

হঠাৎ বিনয়ের দিকে চোখ পড়তেই মাণিকলাল যেন একটু চমকে উঠলো। তারপর তার সঙ্গীকে কি-একটা কথা বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

·মুহূর্তের জন্য তার মুখ আমি দেখতে পেয়েছিলুম··

দশ

বিকেলের দিকে হঠাৎ মিঃ ব্যানার্জ্জিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে বিস্মিত বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "হঠাৎ আবার কি হ'ল মিঃ ব্যানার্জ্জি! আপনার চেহারা এমন উস্কোখুস্কো কেন?"

হতাশভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "এবার বোধহয় আমার পালা বিনয়বাবু। কাল আমি আমার কোনো-এক বন্ধুর বিয়েতে নেমন্তন্ন গিয়ে রাত্রে আর বাসায় ফিরতে পারিনি। কিন্তু এখন দেখছি যে আমার নেহাৎ আয়ু আছে বলেই কাল বাসায় ফিরতে পারিনি। নইলে, আজ-সকালে আমার মৃত-দেহ দেখতে পেতেন আমার বিছানার ওপর।"

বিনয় শান্তস্বরে বললে, "আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না মিঃ ব্যানার্জ্জি। খুলে বলুন কি ব্যাপার!"

হতাশার সুরে ব্যানার্জ্জি বললেন, "কাল রাত্রে আমার ঘরে ব্ল্যাকস্পাইডারের আবির্ভাব হয়েছিল। আজ সকালে আমার শোবার ঘরে তার সেই মার্কামারা পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছি।"

বিনয় বললে, "আপনার ভুল হয়নি ত?"

দৃঢ়স্বরে মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "না। সেই অদ্ভুত পায়ের ছাপ কি ভোলা যায়? কাল রাত্রে সে আমার ঘরে

এসেছিল। কিন্তু কেন? কেন সে আমাকে হত্যা করতে চায়?

হাজারিবাগে আমরা মিল বসাবো না জেনেও আমাকে হত্যা করবে সে কোন্ আক্রোশে? এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে ভেবেই আমি মাণিকলালকে বলেছিলুম যে ঐ সর্ব্বনেশে জায়গা যত শীগগির বিক্রি ক'রে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল।"

বিনয় বললে, "আপনি পুলিশে খবর দিয়েছেন ত?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "হ্যাঁ, তা দিয়েছি। কিন্তু পুলিশ কি করবে? তারা ব্ল্যাকস্পাইডারকে গ্রেপ্তার করবার আগেই হয়তো সে আমাদের সাবাড় করবে।"

বিনয় বললে, "চলুন। দেখা যাক কি ব্যাপার!"

মিঃ ব্যানার্জ্জির বাড়ী পৌঁছে বিনয় দেখতে পেলে, ইন্স্পেক্টর বিনোদবাবু আগেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি তখন মিঃ ব্যানার্জ্জির দু'জন চাকর এবং ড্রাইভারকে জেরা করছিলেন। কারণ, তারা সেই বাড়ীতেই থাকে এবং গতকাল রাত্রে তারা বাড়ীতেই উপস্থিত ছিল।

মিঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে বিনয় সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে তাঁর শোবার ঘরে এসে দেখতে পেলে কতকগুলো বড় বড় ভারী জুতোর ছাপ। এর আগে ব্ল্যাকস্পাইডারের জুতোর ফটো বিনয় বিনোদবাবুর কাছে অনেকবার দেখেছে। এখন মেঝের ওপর সেই জুতোর ছাপগুলো দেখেই সে বুঝলে যে সেগুলো ব্ল্যাকস্পাইডারেরই জুতোর ছাপ।

ঘরের একধারে মেহগ্নি-খাটের পাশে একটা প্রকাণ্ড জানলা ছিল। বিনয় লক্ষ্য ক'রে দেখলে, সেই জুতোর

ছাপগুলো জানলার দিক থেকেই ঘরের ভেতরে এগিয়ে এসেছে।

তারপর সে তার মনের সন্দেহের কথা কিছু প্রকাশ না ক'রে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। জানলার নীচেই একটা ছোট ফুলগাছওলা বাগান। বাগানের মাঝে-মাঝে কয়েকটা বড় বড় বিলিতী ঝাউ গাছ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "কাল রাত্রে এই ঘরের দরজা কি খোলা ছিল?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "না। আমি যাবার আগে প্রত্যেক-দিনই ঘরে তালা লাগিয়ে যাই, কারণ, এই ঘরে ব্যবসা-সংক্রান্ত নানারকম দলিল-পত্র আছে। কালও আমি বাইরে যাবার আগে ঘরে তালা লাগিয়ে গিয়েছিলুম। আজ সকালে এসে আমি সেই তালা খুলেই ঘরে ঢুকে দেখি এই ব্যাপার!"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "ড্রাইভার এবং আপনার চাকর দু'জন কাল এই বাড়ীতেই ছিল?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে কিছু জানতে পারিনি। অস্বাভাবিক কোনো শব্দও তারা শুনতে পায়নি।"

"আপনার ড্রাইভার এবং চাকর দু'জন কতদিনের?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি দৃঢ়স্বরে বললেন, "তারা বহুকাল থেকেই আমার কাছে আছে। তাদের অবিশ্বাস করবার কোনো কারণই থাকতে পারে না।"

বিনয় আর কোনো প্রশ্ন না ক'রে বললে, "আপনার ঐ বাগানটা একটু দেখবো, চলুন।"

মিঃ ব্যানার্জ্জির সঙ্গে বিনয় সেই ছোট বাগানটিতে এসে হাজির হ'ল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাগান। বাগানের মালি

ফুলগাছের গোড়ায় জল দিচ্ছিলো। তাদের দেখে সসম্ভ্রমে দূরে সরে দাঁড়ালো।

বিনয় সেই জানলার নীচে এসে দাঁড়িয়ে চারিদিক ভালো ক'রে লক্ষ্য করেও কোনো জুতোর ছাপ কোথাও দেখতে পেলে না।

মিঃ ব্যানার্জ্জি গম্ভীরভাবে বললেন, "লোকটা হয়তো বাগান দিয়ে হেঁটে না এসে, গাছের সাহায্যে আমার ঘরের জানলা টপ্‌কে ভেতরে ঢুকেছিল। নইলে তার পায়ের ছাপ এখানে থাকতোই।"

বিনয় বললে, "জানলার কাছে ঐ ঝাউগাছটার সাহায্যে ঘরের ভেতর ঢোকা সম্ভব হলেও সে ওদিক দিয়ে আসেনি। ঘরের মেঝেতে যে জুতোর ছাপ রয়েছে তাতে বাগানের এই লাল্‌চে-মাটি লেগে রয়েছে দেখেছেন বোধ হয়? সে হয়তো কোনো দড়ির মইয়ের সাহায্যে দোতলায় ঢুকেছিল। নইলে তার পদচিহ্নও এখানে আমরা দেখতে পেতুম।"

কথা বলতে বলতে বিনয় চারিদিকে তাকাচ্ছিলো। হঠাৎ একটা ফুলগাছের গোড়ায় তার দৃষ্টি পড়তেই সেখানে গিয়ে মাটি থেকে কি একটা কুড়িয়ে নিলে। তাকে সেটা গম্ভীরভাবে পরীক্ষা করতে দেখে মিঃ ব্যানার্জ্জি তাড়াতাড়ি তার সামনে এসে দেখতে পেলে, সেটা একটা সিল্কের রুমাল। রুমালটার বিশেষত্ব দেখেই মিঃ ব্যানার্জ্জি চমকে উঠে ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা পেলেন কোত্থেকে বিনয়বাবু? এই রুমালখানা ত... ..."

কথা অসমাপ্ত রেখেই মিঃ ব্যানার্জ্জি চুপ করলেন। বিনয় তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে, "এটা পেলুম আপনার বাগানেই, একটা ফুলগাছের নীচে। রুমালটার একধারে লাল সিল্কের

সুতোয় লেখা রয়েছে দু'টো অক্ষর, 'এম, সি,'। এখন ভালো ক'রে দেখুন ত এই রুমালটা কার চিনতে পারেন কিনা ?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। একটা দারুণ আতঙ্কে তাঁর মুখখানা কালো হয়ে উঠলো। তিনি যথাসম্ভব সে-ভাব দমন ক'রে বললেন, "হ্যাঁ। রুমালটা কার তা আমি জানি। কিন্তু......"

বাধা দিয়ে বিনয় বললে, "রুমালটা কার আমি শুধু তাই জানতে চাইছি। অন্য কিছু নয়।"

দ্বিধা-জড়িতস্বরে মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "এটা কার তা এখন বলা শক্ত, তবে হুবহু এই ধরণের রুমাল আমি বহুবার মাণিকলালকে ব্যবহার করতে দেখেছি।"

বিনয় মাথা দুলিয়ে বললে, "এই রুমালটাও মাণিকলালের। কারণ, এই দু'টো অক্ষর মাণিকলাল চৌধুরীর আদ্যাক্ষর। মাণিকলাল কাল রাত্রে এই বাগানে উপস্থিত ছিল দেখছি।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বাধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু মাণিকলাল হয়তো কাল রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে এই রুমাল এখানে ফেলে গেছে।"

বিনয় বললে, "হ'তে পারে, কিন্তু সে সোজা-পথে না ঢুকে এই বাগান দিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কেন সে-কথা জানা দরকার। তাছাড়া ব্ল্যাকস্পাইডারের সঙ্গেই বা..."

প্রচণ্ডভাবে মাথা দুলিয়ে মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "আমি আপনার অনুমানশক্তির প্রশংসা করতে পারলুম না বিনয়বাবু। মাণিকলাল—ব্ল্যাকস্পাইডার, একথা বিশ্বাস করতে আমি রাজি নই। তার মত লোক মানুষের জীবন নিয়ে খেলতে পারে না। না না, এ একেবারে অসম্ভব।"

বিনয় বললে, "সেকথা পরে বিচার হবে। এখন চলুন, বিনোদবাবু কতদূর এগোলেন দেখা যাক।"

বিনয় পেছনে ফিরতেই দূরে একটা লোকের ওপর দৃষ্টি পড়লো। লোকটা বাগানের রেলিংয়ের বাইরে এককোণে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে লক্ষ্য করছিল। লোকটাকে দেখেই বিনয় চিনতে পারলে, সে আর কেউ নয়, মাণিকলালের সেই গুণ্ডাপ্রকৃতির বন্ধু, থানার সামনে মাণিকলাল যার সঙ্গে কথা কইছিল। বিনয়কে তার দিকে তাকাতে দেখেই সে চট্ ক'রে সেখান থেকে সরে দাঁড়ালো। তারপর হন্ হন্ ক'রে দূরে মিলিয়ে গেল।

তারপর বিনোদবাবুর সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ শেষ ক'রে তারা উঠে দাঁড়ালো। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে।

বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরিয়ে বিনয় টর্চ্চ জ্বালতেই দেখতে পেলে, কিছু দূরে একটা প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী যেন তাদের দেখেই আস্তে-আস্তে এদিকে এগিয়ে আসছে। মুহূর্ত্তে গাড়ীখানার গতিবেগ বেড়ে গেল।

গতিক ভালো নয় বুঝে বিদ্যুৎ গতিতে বিনয় মাথা নীচু ক'রে সেইখানে বসে পড়তেই—গুড়ুম! গুড়ুম! শব্দে দু'বার পিস্তল গর্জ্জে উঠে সেখানকার নিস্তব্ধতা ভেঙে দিলে। তারপরই মোটরখানা দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোটরগাড়ীটা অদৃশ্য হতেই বিনয় উঠে দাঁড়িয়ে আতঙ্ক-বিস্ফারিত সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললে, "আজ আমার পুনর্জ্জন্ম। ব্ল্যাকস্পাইডারের অব্যর্থ শিকার আজ বোধহয় এই প্রথম লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল।"

এগারো

রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে একটা লোক ধীরে-ধীরে মাণিকলালের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর একধারে আত্মগোপন ক'রে যখন সে বুঝতে পারলে যে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না, তখন সে নিঃশব্দে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ড্রয়িংরুমে বসে মাণিকলাল যখন গভীর চিন্তায় ডুবে আছে, এমন সময়ে হঠাৎ একজন আগন্তুককে ঘরে ঢুকতে দেখেই সে টপ্ ক'রে টেবিলের ওপর থেকে একটা রিভলভার তুলে নিলে। তারপর বিনয়কে চিনতে পেরে হাতের রিভলভারটা নামিয়ে সন্দেহজড়িত স্বরে প্রশ্ন করলে, "আপনি হঠাৎ আমার কাছে কি মনে ক'রে?"

বিনয় একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "প্রয়োজন আছে। আমি কতকগুলো ব্যাপার আপনার কাছ থেকে পরিষ্কার জানতে চাই। কিছু গোপন করবেন না বা মিথ্যে কথায় আমায় ভোলাতে চেষ্টা করবেন না, তাহলে বিপদে পড়বেন।

তারপর কোনো ভূমিকা না করেই জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কাল রাত্রে মিঃ ব্যানার্জ্জির বাগানে হাজির হয়েছিলেন কেন, জানতে পারি?"

নিজেকে সামলে নিয়ে মাণিকলাল বললে, "আপনার এই আজগবী সন্দেহের কোনো প্রমাণ আছে?"

বিনয় বললে, "হ্যাঁ। ব্যাপারটা একটু আজগবী হলেও সত্যি। দেখুন ত এই রুমালটা আপনি চিনতে পারেন কিনা ?"

বিনয় তার পকেট থেকে মিঃ ব্যানার্জ্জির বাগানে কুড়িয়ে-পাওয়া সেই রুমালটা বের ক'রে মাণিকলালের হাতে দিলে। দু'একবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে সেখানা ফিরিয়ে দিতেই বিনয় প্রশ্ন করলে, "আপনার নাম-তোলা রুমালটা আপনার পকেট থেকে পক্ষবিস্তার ক'রে মিঃ ব্যানার্জ্জির বাগানে উড়ে যায়নি !"

ভীত মাণিকলাল জড়িতস্বরে বললে, "মিঃ ব্যানার্জ্জি বা ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবু এ-খবর জানেন ?"

বিনয় বললে, "মিঃ ব্যানার্জ্জি জানেন, কারণ রুমালটা কুড়িয়ে পাবার সময়ে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তবে ইন্‌স্পেক্টর বিনোদবাবুকে এখনো এ-খবর জানানো হয়নি। এমন একটা মারাত্মক প্রমাণ তাঁর হস্তগত হলে তিনি হয়তো এতক্ষণে আপনাকে লোহার খাঁচায় বন্ধ ক'রে নিশ্চিন্ত হতেন। তবে আপনি আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিলে আমি তাঁকে একথা জানাতে বাধ্য হবো এবং তার ফলে কি ঘটবে তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।"

হতাশার স্বরে মাণিকলাল বললে, "অপমৃত্যুর চেয়ে খাঁচায় বন্ধ হয়ে থাকা যে ঢের বেশী নিরাপদ তা আপনিও বোধহয় স্বীকার করেন ? তবে খাঁচায় ঢুকেও রক্ষা পাবো কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যাই হোক আমি যথাসাধ্য আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো। বিশ্বাস করা না-করার ভার আপনার ওপর।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "কাল রাত্রে আপনি মিঃ ব্যানার্জ্জির বাগানে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন ?"

মাণিকলাল জবাব দিলে, "কোনো গোপন প্রয়োজন ছিল।"

"আপনার সঙ্গে আর কেউ উপস্থিত ছিল সেখানে?"

মাণিকলাল বললে, "হ্যাঁ। আমার একজন বন্ধুও আমার সঙ্গে সেখানে ছিল।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা বাগানে আর-কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?"

মাণিকলাল বললে, "না। আমরা সেখানে রাত তিনটে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেছিলুম। কিন্তু কাউকেই দেখতে পাইনি।"

বিনয় বললে, "কাল রাত্রে মিঃ ব্যানার্জ্জির ওপর কোনো আক্রমণ হতে পারে বলে আপনাদের সন্দেহ হয়েছিল বলেই কি আপনারা তাকে রক্ষা করবার জন্যে সেখানে গোপনে উপস্থিত হয়েছিলেন?"

মাণিকলাল বললে, "কতকটা তাই। ব্ল্যাকস্পাইডারের সন্ধানেই আমরা গোপন-অভিযান করেছিলুম।"

বিনয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাণিকলালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনাদের হাজারিবাগের জায়গার কিছু বন্দোবস্ত করেছেন আপনারা?"

মাণিকলাল বললে, "না। তবে শীগগির ঐ জায়গাটা বিক্রি ক'রে দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে।"

"ঐ জায়গাটাই কি এইসব ঘটনার মূল বলে মনে হয় আপনাদের?"

মাণিকলাল জবাব দিলে, "সেটা বিচার করবার ভার আপনাদের ওপর।"

বিশ্বনাথ চৌধুরী ঐ জায়গাটা কেনবার আগে ওটা আর কেউ কিনতে চেয়েছিল কিনা জানা আছে আপনাদের?"

মাণিকলাল বললে, "হ্যাঁ। ঐ জায়গাটা কেনবার পর জ্যেঠামশায়ের কাছ থেকে ঐ জায়গাটা কেনবার জন্যে একটা লোক অনেক চেস্টা করেছিল বলে তিনি আমায় একদিন বলেছিলেন। শুনেছি ঐ জায়গাটার জন্যে সে জ্যেঠামশাইকে দ্বিগুণ দাম দিতে চেয়েছিল।"

বিনয় বললে, "দ্বিগুণ দাম পাওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐ জায়গাটা তার কাছে বিক্রি করেননি কেন? মিলের জন্যে তারপর অন্য একটা জমি কিনলেও ত চলতো!"

মাণিকলাল বললে, "হয়তো চলতো। কিন্তু মিলের পক্ষে ওরকম সুবিধেমত জায়গা ওখানে আর পাওয়া যেতো না। শুধু তাই নয়, জায়গাটা বিক্রি না করার মূলে জ্যেঠামশায়ের কিছু জিদও ছিল। তাঁর অর্থের কোনো অভাব ছিল না। কাজেই, অর্থের লোভ তাঁকে বশীভূত করা দূরের কথা, তাঁর জিদ বাড়িয়েই তুলেছিল।"

"এই ঘটনার পরই কি আপনার জ্যেঠামশাই এবং মিঃ ব্যানার্জ্জি সেই উড়ো-চিঠি দু'টো পান?"

মাণিকলাল জবাব দিলে, "হ্যাঁ।"

বিনয় কথার মোড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার জ্যেঠামশাইয়ের উইলের মর্ম্ম আপনি এবং মিঃ ব্যানার্জ্জি জানেন?"

মাণিকলাল জবাব দিলে, "আমি জানি। কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জি জানেন কিনা তা আমার জানা নেই। দিলীপ সেনের আপিস থেকে আজ সকালেই আমি উইলের কথা জানতে পেরেছি।"

খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে থেকে বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "বিশ্বনাথ চৌধুরী কোন্ ঘরে খুন হয়েছিলেন?"

মাণিকলাল হঠাৎ এই প্রশ্নে একটু অবাক হয়ে বললে, "দোতলায়। যে-ঘরে জ্যেঠামশাই মারা যান, আমি সেই ঘরেই শুই।"

বিনয় বললে, "চলুন। আমি সেই ঘরটা একবার দেখবো।"

বারো

দিলীপ সেন তাঁর আপিসে বসে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময়ে ঘরে ঢুকলো বিনয়। বিনয়কে ঢুকতে দেখে দিলীপ সেন একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "হঠাৎ আবার কি মনে ক'রে? কোনো নতুন খবর আছে নাকি?"

বিনয় বললে, "বিশ্বনাথ চৌধুরীর উইল সম্বন্ধে আমার কিছু জানবার আছে। উইলে লেখা আছে, অমিয়কান্ত চৌধুরী বার্ষিক ছয় হাজার টাকার বৃত্তির অধিকারী হবে। উইলের এই অমিয়কান্ত চৌধুরী কে?"

দিলীপ সেন উত্তর দিলেন, "অমিয়কান্ত চৌধুরী বিশ্বনাথ চৌধুরীর মেজো-ভায়ের ছেলে।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "বিশ্বনাথ চৌধুরীরা কয় ভাই ছিলেন?"

দিলীপ সেন বললেন, "তিন ভাই। তিন ভাইয়ের তিন ছেলে ছাড়া আর কেউই ছিল না। বিশ্বনাথ চৌধুরী জ্যেষ্ঠ এবং তিনিই ভাইদের ভেতরে অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হতে পেরেছিলেন। বিশ্বনাথ চৌধুরীর ছেলের নাম কল্যাণকুমার, মেজো-ভায়ের ছেলের নাম অমিয়কান্ত এবং ছোট-ভাইয়ের ছেলের নাম মাণিকলাল।"

বিনয় একটু ভেবে বললে, "অমিয়কান্ত কোথায় থাকে?"

দিলীপ সেন জবাব দিলেন, "তা আমার জানা নেই।

বহুদিন আগে সে নিরুদ্দেশ হয় এবং আজ পর্য্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তা-সত্ত্বেও সে কোনোদিন ফিরে আসতে পারে ভেবে বিশ্বনাথ চৌধুরী তাঁর উইলে অমিয়কান্তের জন্যে একটা বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "অমিয়কান্ত নিরুদ্দেশ হয়েছিল কবে?"

দিলীপ সেন বললেন, "তা প্রায় বছর কুড়ি-বাইশ হবে।"

বিনয় বললে, "আজ পর্য্যন্ত তার কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি?"

দিলীপ সেন বললেন, "না। তবে বহুদিন আগে একবার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল যে, সে বর্ম্মায় বসবাস করছে। তারপর তার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি। কিন্তু হঠাৎ এসব কথা জানবার জন্যে তুমি এত অস্থির হয়ে উঠেছো কেন?"

বিনয় বললে, "বিশ্বনাথ চৌধুরী আর তাঁর ছেলে কল্যাণ-কুমারের অবর্ত্তমানে বিশ্বনাথ চৌধুরীর যাবতীয় সম্পত্তি তাহ'লে সমানভাবে ভাগ হবে মাণিকলাল এবং অমিয়কান্তের ভেতরে?"

দিলীপ বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু অমিয়কান্ত কোনোদিন তার অংশ দাবী করতে আসবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কে বলতে পারে এতদিনে তার মৃত্যু ঘটেছে কিনা?"

বিনয় মৃদু হেসে বললে, "কিন্তু আমি বলবো ঠিক তোমার উল্টো কথা। অমিয়কান্তের মৃত্যু হয়নি—আর সে এদেশে এসে উপস্থিত হয়েছে তার অংশ দাবী করবার জন্যে এবং সম্ভব হ'লে সমস্ত অংশই।"

দারুণ বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে

দিলীপ সেন বললেন, "এরকম অদ্ভুত সিদ্ধান্তে আসবার কোনো কারণ আছে তোমার?"

বিনয় বললে, "কারণ অবশ্যই আছে। তুমি বোধহয় লক্ষ্য ক'রে দেখেছো যে, প্রথম থেকেই ঘটনাগুলো অত্যন্ত খাপছাড়া বলে বোধ হলেও সবগুলোই একটা গুপ্ত উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে? অবনীকান্ত দত্তের হত্যা থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত সবকিছু ঘটনার মূলে রয়েছে, বিশ্বনাথ চৌধুরীর যাবতীয় সম্পত্তি গ্রাস করবার একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা।

এইসব রহস্যের মূল নেতা যে, বিশ্বনাথ চৌধুরীর ওপর তার কোনও স্বার্থ না থাকলে এসব নরহত্যার দায়িত্ব সে কখনো নিতো না।

জমিদার অবনীকান্ত দত্তের হত্যা এবং কেরানীর সাহায্যে বিশ্বনাথ চৌধুরীর উইল-সংক্রান্ত তথ্য জানবার কোনো প্রয়োজনই তার ছিল না। ব্ল্যাকস্পাইডার কেরানীটিকে প্রশ্ন করেছিল যে, 'বিশ্বনাথ চৌধুরী উইল-সংক্রান্ত কথাবার্ত্তায় আর কারও নাম উচ্চারণ করেছিল কিনা।' তার সেই প্রশ্নও আমার এই অনুমান সমর্থন করে।

কল্যাণকুমারের মৃত্যুর পর বিশ্বনাথ চৌধুরী যদি তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ক'রে যেতেন তাহলে সেদিন থেকে ব্ল্যাকস্পাইডারের কোনো সন্ধানই পাওয়া যেতো না। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারলে যে, কল্যাণকুমারের মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে মাণিকলাল, তখন সে তাঁর উইল বদলাবার আগেই বিশ্বনাথ চৌধুরীকে হত্যা করলে। কারণ, মাণিক-লালের পক্ষে উইল সমাপ্ত হলে, অমিয়কান্ত তার অর্দ্ধাংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে সামান্য একটা বৃত্তির অধিকারী হ'ত মাত্র। সেই

জন্যেই সে আর সময় নষ্ট না ক'রে বিশ্বনাথ চৌধুরীকে হত্যা করলে।

তারপর হঠাৎ একদিন বহুকাল-আগে-নিরুদ্দিষ্ট অমিয়কান্ত এসে যদি মৃত বিশ্বনাথ চৌধুরীর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দাবী ক'রে বসতো তাহ'লে তাকে কেউই সন্দেহ পর্য্যন্ত করতো না। কারণ, বিশ্বনাথ চৌধুরীকে হত্যা করেছে দস্যু ব্ল্যাকস্পাইডার, এবং নরহন্তা দস্যুই যে অমিয়কান্ত তা কেউ ধারণায়ও আনতে পারতো না।"

দিলীপ সেন স্তব্ধভাবে বিনয়ের কথা শুনছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু অবনীকান্তকে হত্যা ক'রে সে কল্যাণকুমারকে তার পথ থেকে সরাতে চেষ্টা করেছিল কেন? সোজা কল্যাণকুমারকেও ত সে হত্যা করতে পারতো?"

বিনয় বললে, "সে মুর্খ হ'লে হয়তো তা করতো। কিন্তু সে জানতো যে তাতে তার ক্ষতির আশঙ্কা বর্ত্তমান রয়েছে। পরপর কল্যাণকুমার এবং বিশ্বনাথ চৌধুরীকে হত্যা করলে পুলিশের সন্দেহ হ'ত যে, বিশ্বনাথ চৌধুরীর সম্পত্তির জন্যেই তাদের হত্যা করা হয়েছে। এবং তারপর নিরুদ্দিষ্ট অমিয়কান্তের আবির্ভাব ঘটলে সন্দেহটা মাণিকলালের চেয়ে তার ওপরেই হ'ত সবচেয়ে বেশী। তাতে বিপদের আশঙ্কা ছিল বলেই সে সেই পথ না নিয়ে জমিদার অবনীকান্তকে হত্যা ক'রে সেই অপরাধ কৌশলে কল্যাণকুমারের ঘাড়ে চাপায়। কারণ, সে জানতো যে, নরহত্যাপরাধে কল্যাণকুমারের ফাঁসি অবধারিত। তারপর ব্ল্যাকস্পাইডাররূপে সে বিশ্বনাথ চৌধুরীকে হত্যা করবে।"

দিলীপ সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু সেই উড়ো-চিঠি পাঠাবার কারণ কি?"

বিনয় হেসে জবাব দিলে, "এটা অমিয়কান্তের একটা চাল। পুলিশকে বিপথগামী করবার জন্যেই সে মিঃ ব্যানার্জ্জি এবং বিশ্বনাথ চৌধুরীকে ভয় দেখিয়ে উড়ো-চিঠি লিখেছিল। পুলিশ সন্দেহ করবে যে, আসল রহস্যের মূলে রয়েছে হাজারিবাগের ঐ জমিটা। উইলের কথা কারও সন্দেহও হ'ত না। প্রথম থেকে আটঘাট ভাল ক'রে বেঁধে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে সে তার কাজ করে যাচ্ছিলো। এ-পর্য্যন্ত ব্ল্যাকস্পাইডার যেসব নরহত্যা করেছে, সব জায়গাতেই সে তার মার্কামারা পদচিহ্ন রেখে গেছে যাতে পুলিশের মনে তার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ না থাকে।

আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমাদের সবাইকে এবং পুলিশকে বিপথগামী করবার চেষ্টা তার বিফল হয়নি।

প্রথম আমার সন্দেহ হয়েছিল মাণিকলালের ওপর। কিন্তু পরে বোঝা গেল যে আসল ব্যাপার তা নয়। মাণিকলালের ব্যবহার যতই রহস্যজনক হোক না কেন সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

বিশ্বনাথ চৌধুরী মারা যাওয়াতে তার ক্ষতি ছাড়া লাভ হয়নি। সুতরাং মুল নায়ক অন্য লোক। আমি বিশ্বনাথ চৌধুরীর উইল দেখিনি বলেই এতদিন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলুম। কিন্তু কাল রাত্রে দৈবাৎ মাণিকলালের বাড়ীতে উইলখানা আবিষ্কার ক'রে আমি সমস্ত ঘটনা মিলিয়ে দেখলুম, হুবহু মিলে যাচ্ছে। ব্ল্যাকস্পাইডারই ছদ্মবেশী অমিয়কান্ত এবং সে-ই এই রহস্যের মুল অভিনেতা। এতে এখন আর আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। আমার এই অনুমান মিথ্যে হ'লে আমার এতদিনের সাধনারও কোনো মূল্য থাকবে না।"

দিলীপ সেন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু কোথায় সেই ব্ল্যাকস্পাইডারের ছদ্মবেশী অমিয়কান্ত ?"

…মাণিকলাল রুমালখানা দু'একবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলে…

বিনয় হেসে বললে, "শুধু এই সংবাদটুকুই এখনো জানতে বাকি আছে। তবে আশা করি, শীগগিরই তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে।"

বিনয় গোপনে এসব কথা দিলীপ সেনের কাছে প্রকাশ করলেও আরও তিনজন লোক লুকিয়ে এসব কথা শুনতে পেলে। তারা কেউ কারো পরিচিত নয় এবং তাদের ভেতরে কেউই টের পেলে না যে, আরও দু'জন লোক লুকিয়ে এই আলোচনা শুনতে পেয়েছে। এই তিনটি লোক হচ্ছে—অর্জ্জুন সিং, মেসার্স সেন এণ্ড কোংর একজন টাইপিষ্ট আর মাণিক-লালের সেই গুণ্ডাকৃতি বন্ধু।

বিনয় তার বক্তব্য শেষ ক'রে উঠে টেলিফোনটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলে। তারপর তার মনের সন্দেহ মিঃ ব্যানার্জ্জি এবং বিনোদবাবুকে জানালে।

তারপর সে ফোনটা টেবিলের ওপর রেখে অদ্ভুতভাবে হেসে বললে, "এবার থেকে সুরু হ'ল আসল খেলা। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলির ফল কি হবে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। তবে অমিয়কান্তের কাছে পৌঁছতে বেশী দেরী হবে না। তারপর......"

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ বিনয়ের ঘুম ভেঙে গেল। তার মন একটা অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠতেই সে বিছানার ওপর উঠে বসলো। জানলা দিয়ে চাঁদের যে ক্ষীণ আলোটুকু ঘরে এসে পড়েছিল, সেই আবছা-আলোতে সে চারদিক তাকিয়েও বিশেষ কিছুই দেখতে পেলে না। মনের এই দুর্ব্বলতার কারণ আবিষ্কার করতে না পেরে সে যখন তার শ্রান্ত দেহটাকে আবার বিছানার ওপর এলিয়ে দিতে যাবে, এমন সময় দরজার বাইরে শব্দ হ'ল—খুট্! খুট্-খুট্!

গতিক ভালো নয় বুঝে বালিসের নীচে থেকে রিভলভারটা বের ক'রে দরজার কাছে এসেই সে বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কে ?"

বাইরে থেকে কে একজন উত্তর দিলে, "আমি···আমি। শীগগির দরজা খোলো !"

স্বরটা পরিচিত মনে হলেও বিনয় ঠিক বিশ্বাস করতে পারলে না। বললে, "আরে, আমিও ত আমি। আমি কি-নামি ? মানে, কে তুমি ? তোমার নাম কি ?"

বাইরে থেকে একটা সাঙ্কেতিক শব্দে বিনয়ের প্রশ্নের উত্তর এলো। শশব্যস্তে সে খটাস্ ক'রে দরজার খিল খুলতেই যে লোকটি এসে ঘরে ঢুকলো, তাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিনয় বলে উঠলো, "ভবানী ? তুমি ? তুমি হঠাৎ এত রাত্রে কোথেকে এলে ?"

মৃদু হেসে ভবানী বললে, "ধীরে বন্ধু, ধীরে। সবুরে মেওয়া ফলে জানো ত ? এখন আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও। ব্ল্যাকস্পাইডারের কথা ভুলে যাওনি বোধহয় ?"

বিনয় বললে, "না। কিন্তু তুমি—"

বাধা দিয়ে ভবানী বললে, "কিন্তু আমি এসব কথা জানলুম কি-ক'রে, এই ত ? সেসব আলোচনার সময় এখন নয়। তবে শুধু এইটুকু জেনে রেখো যে, তোমার মত এই ব্ল্যাকস্পাইডার-রহস্য ভেদ করবার জন্যে আমিও নিযুক্ত হয়েছি। তবে মিঃ ব্যানার্জ্জি বা শ্রীমান মাণিকলালের কাছ থেকে নয়। আমাকে নিযুক্ত করেছে, বিশ্বনাথ চৌধুরীর দ্বীপান্তরিত পুত্র—কল্যাণকুমার। সুতরাং বুঝতেই পারছো যে, আমি এতদিন চুপ ক'রে বসে না থেকে গোপনে কাজ ক'রে যাচ্ছিলুম ?"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে বিনয় বললে, "কিন্তু এ-খবর তুমি আমার কাছে গোপন ক'রে গেছলে কেন, জানতে পারি?"

ভবানী হেসে বললে, "গোপন ক'রে গেছি আমাদের মঙ্গলের জন্যেই। আমি চাইনা আমার অস্তিত্বের কথা ব্ল্যাকস্পাইডার জানতে পারুক। তাহলে সুবিধা হবে এই যে, সে যেদিক থেকে আঘাতের কল্পনা করবে, সেদিকেই তার পূর্ণ দৃষ্টি পড়বে। এবং তার ফলে আমি তার অজ্ঞাতে কাজ করবার যথেষ্ট সুবিধে পাবো। তারপর একদিন একচক্ষু হরিণের মত এমন একদিক থেকে সে আঘাত পাবে যেদিক থেকে আঘাতের কল্পনাও সে করতে পারে না।"

তারপর কিছুক্ষণ থেমে ভবানী বললে, "আরেকটা গুরুতর খবর আছে, যার জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ আমায় আত্মপ্রকাশ করতে হ'ল। এবারে তার শেষ শিকার হ'চ্ছ তুমি। তোমাকে বধ করতে পারলেই তার নরমেধ-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "ব্ল্যাকস্পাইডার আমাকে হত্যা করবে? তা হতেও পারে। এ-সন্দেহ আমিও যে না করেছি তা নয়।"

ভবানী বললে, "হ্যাঁ, এবং আজই রাত্রে। কিন্তু আর দেরী নয়। তোমার রিভলভার 'ফুল লোডেড্' আছে ত?"

বিনয় বললে, "তা আছে।"

ভবানী আর কোনো কথা না বলে বালিসগুলো কৌশলে বিনয়ের বিছানার ওপর সাজিয়ে এমনভাবে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে, যাতে দেখলেই মনে হয় কোনো মানুষ সেখানে ঘুমুচ্ছে।

তারপর বিনয়ের দিকে চেয়ে ভবানী বললে, "আজ রাত্রে ঘুমের আশা ত্যাগ করো। আমার অনুমান মিথ্যা না হ'লে, আজ রাত্রিতেই আমরা অদ্ভুত কিছু একটা দেখতে পাবো।"

তারপর নিস্তব্ধভাবে আত্মগোপন ক'রে তারা অপেক্ষা করতে লাগলো। ক্রমে এক-মিনিট দু-মিনিট করে দু'টো বেজে গেল।

বিনয় অস্থির হয়ে উঠলো। সে বললে, "ব্ল্যাকস্পাইডার যত দুর্দ্ধর্ষ দস্যুই হোক না কেন, আমার বাড়ীতে ঢুকে আমাকে হত্যা করবার সাহস তার হয়তো হবে না।"

ভবানী হেসে বললে, "একটু পরেই তার প্রমাণ তুমি দেখতে পাবে।"

আধঘণ্টা কেটে যাবার পর হঠাৎ জানলার ওপর অদ্ভুত একটা শব্দ হ'ল। কিন্তু সেই শব্দটা কিসের তা বুঝতে না পেরে বিনয় আগ্রহভরা দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

কয়েক মিনিট পরে একটা কালো মাথা জানলার বাইরে জেগে উঠলো। চাঁদের আলোতে বিনয় স্পষ্ট দেখতে পেলে, সেটা কালো মুখোস-আঁটা একটা মানুষের মাথা।

মূর্ত্তিটা আর না এগিয়ে সেইভাবেই কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলো। বিনয় স্পষ্ট দেখতে পেলে, তার লক্ষ্য রয়েছে ঘরের এক-কোণে পাতা তার সেই বিছানাটার ওপর।

মূর্ত্তিটা বুঝতে পারলে যে, বিনয় গভীর ঘুমে ডুবে আছে। একটা পৈশাচিক উল্লাসে তার চোখ দু'টো নেচে উঠলো। সে ধীরে-ধীরে পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করলে। পরমুহূর্ত্তেই বিনয়ের বিছানা লক্ষ্য ক'রে তার হাতের রিভলভারের গুলি ছুটে গেল। দুবার শুধু শব্দ হ'ল—হিস্! হিস্! গুলি করার সঙ্গে-সঙ্গে বালিসগুলো একটু নড়ে উঠলো, তারপর সব চুপ।

ভবানীর ধারণা ছিল, বিনয় মারা পড়লো কিনা দেখবার

জন্যে সে বোধহয় ঘরে ঢুকবে। কিন্তু তার হাতের টিপ সম্বন্ধে সে এত নিশ্চিন্ত ছিল যে, বিনয়কে পরীক্ষা করবার জন্যে সে আর ঘরে ঢুকলো না।

তাকে আবার ফিরে যেতে দেখে ভবানী তাকে লক্ষ্য ক'রে রিভলভার তুললে। পরমুহূর্ত্তেই তার হাতের রিভলভার ব্ল্যাকস্পাইডারকে লক্ষ্য ক'রে উপর্য্যুপরি দু'বার গুলিবর্ষণ করলে।

গুলি করার সঙ্গে-সঙ্গে অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ ভেসে এলো। তারপরেই দোতলার জানলা থেকে নীচে একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ শোনা গেল।

কিছুমাত্র দেরী না ক'রে ভবানী দরজা খুলে বাইরে এসেই নীচে ছুটলো। বিনয়ও বুঝলে যে, ব্ল্যাকস্পাইডার আহত হয়ে নীচে পড়েছে। একটা দারুণ উত্তেজনায় তার দেহের রক্ত যেন ফুটতে লাগলো। ভবানীর সঙ্গে-সঙ্গে সেও নীচে নেমে এসে জানলার কাছে দাঁড়ালো।

জানলার নীচে এসে তারা দেখতে পেলে, ওপরের জানলা থেকে শুধু একটা মোটা দড়ির সিঁড়ি ঝুলছে। তাছাড়া জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত সেখানে নেই। আশ্চর্য্য! আহত হয়েও সে বেমালুম অদৃশ্য হয়েছে।

হঠাৎ ভবানী নীচু হয়ে একটা রিভলভার কুড়িয়ে নিলে। সে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো, "আমার গুলি একেবারে ব্যর্থ হয়নি বিনয়। ব্ল্যাকস্পাইডার ডান-হাতে আহত হয়েছিল বলেই রিভলভারটা তার হাত থেকে খসে পড়েছে। তাড়াতাড়িতে সে দড়ি এবং রিভলভার দুই-ই ফেলে পালিয়েছে।"

বিনয় আগ্রহভরা কণ্ঠে বললে, "সাবধান! রিভলভারের গায়ে ব্ল্যাকস্পাইডারের আঙুলের চিহ্ন আছে।"

ভবানী বললে, "না। সে দস্তানা পরেই এসেছিল। তাকে তুমি এতটা নির্ব্বোধ মনে ক'রো না যে, সে এমন কাঁচা কাজ করবে। তবে এটা ঠিক যে, আমার রিভলভারের গুলির চিহ্নই তাকে ধরিয়ে দেবে। আমি এখন চললুম। এখনও আমার অস্তিত্ব আমি কাউকে জানতে দিতে চাই না⋯গুড্ নাইট্!"

ভবানী দ্রুতপদে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল। বিনয় চিন্তিত-ভাবে তার গন্তব্য পথের দিকে তাকিয়ে রইলো।

পনেরো

পরদিন সকালে উঠতেই ফোনের শব্দে বিনয় আকৃষ্ট হ'ল। রিসিভারটা কানের কাছে নিতেই গম্ভীর স্বর কানে এলো, "হ্যালো বিনয়! এখুনি থানায় এসো। ব্যাপার সাংঘাতিক।"

বিনয় কোনো প্রশ্ন না ক'রে বললে, "তথাস্তু। আমি দশ মিনিটের ভেতরেই ওখানে গিয়ে হাজির হচ্ছি।"

থানায় পৌঁছে বিনয় দেখতে পেলে, সেখানে মিঃ ব্যানার্জ্জি, এটর্নি দিলীপ সেন এবং বিনোদবাবু বসে আছেন। সকলের মুখই অসম্ভব গম্ভীর।

বিনয়কে ঢুকতে দেখে তিনজনে মুখ তুলে তার দিকে তাকালে। বিনয় সকলকে গম্ভীর দেখে আগ্রহভরা সুরে জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কি?"

বিনোদবাবু অদ্ভুত মুখভঙ্গি ক'রে বললেন, "ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু! কে জানতো যে মাণিকলাল ব্ল্যাকস্পাইডারেরই চর!"

বিনয় বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলে, "তার মানে? এমন অদ্ভুত আবিষ্কার আপনি করলেন কি উপায়ে, শুনি?"

বিনোদবাবু গম্ভীর এবং ভারিক্কী-চালে বললেন, "কাল রাত্রে নরহরি নামে একটা গুণ্ডা ব্ল্যাকস্পাইডারের গুলিতে মারা গেছে। তার মৃতদেহ আজ সকালে গঙ্গার জলে আবিষ্কৃত

হয়েছে। নরহরির ঘর খানাতল্লাস ক'রে তার ঘরে ব্ল্যাক-স্পাইডারের সেই মার্কামারা পদচিহ্ন পাওয়া গেছে। নরহরির সমস্ত জিনিস পত্র ওলট-পালট অবস্থায় ছিল। সুতরাং বেশ বোঝা যায় যে, কোনো জিনিসের সন্ধানে ব্ল্যাকস্পাইডার তার ঘরে হানা দিয়েছিল। সুতরাং ব্ল্যাকস্পাইডারের আঙুলের চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে ভেবে সেখান থেকে আমরা কতক-গুলো জিনিস নিয়ে আসি এবং সেগুলো অঙ্গুলি-চিহ্ন-বিশারদের কাছে পাঠিয়ে দিই। তুমি শুনলে অবাক হবে যে, কয়েকটা জিনিসের ওপর মাণিকলালের আঙুলের ছাপ আবিষ্কৃত হয়েছে।"

বিনয় বাধা দিয়ে বললে, "কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে মাণিকলালই হত্যাকারী অথবা ব্ল্যাকস্পাইডারের চর।"

বিনোদবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার কথা নাহয় মেনে নিলুম। কিন্তু নরহরির বাড়ী মাণিকলাল কাল রাত্রে গিয়েছিল কোন্ প্রয়োজনে বলতে পারো? মাণিকলালের মত লোকের সঙ্গে নরহরির মত নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তাছাড়া মাণিকলাল পলাতক। তার বিরুদ্ধে আমি ওয়ারেণ্ট ইস্যু করেছি।"

বিনয় হেসে বললে, "নরহরির সঙ্গে মাণিকলালের যে-কোনো সম্পর্কই থাকুক না কেন, সে নরঘাতকও নয় বা ব্ল্যাকস্পাইডারের চরও নয়।"

বিনয়ের কথায় সায় দিয়ে মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "বাস্তব মাণিকলালের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেলেও তাকে নরহন্তা বলে আমি স্বীকার করি না। মাণিকলালের এসব ব্যাপারে স্বার্থ কি? আমি বিনয়বাবুর সঙ্গে এই বিষয়ে একমত যে, বিশ্বনাথ চৌধুরীর নিরুদ্দিষ্ট ভাইপো অমিয়কান্তই এর মূল কারণ। কিন্তু তাকে খুঁজে বের করাই এখন প্রধান সমস্যা।"

বিনয় বললে, "তারও খুব বেশী দেরী নেই। কাল রাত্রে আমার ঘরে নিশুতি-রাতে ব্ল্যাকস্পাইডাররূপী অমিয়কান্তের আবির্ভাব ঘটেছিল। তার উদ্দেশ্য যদি সফল হ'ত তাহ'লে আজ আর আমাকে আপনারা জীবন্ত দেখতে পেতেন না। বিশ্বনাথ চৌধুরীর মত আমার ঘরেই আমার মৃতদেহ আজ সকালে আবিষ্কৃত হ'ত।"

দারুণ আতঙ্কে মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, "সর্ব্বনাশ! আপনি তার কবল থেকে রক্ষা পেলেন কি উপায়ে? শুনেছি যে ব্ল্যাকস্পাইডারের শিকার কখনো বিফল হয় না!"

বিনয় বললে, "ঠিক তাই। এবং এবারেও তার শিকার বিফল হ'ত না যদি দৈব আমার সহায় না থাকতো। আমার রিভলভারের গুলি ব্ল্যাকস্পাইডারের হাতে যে চিহ্ন এঁকে দিয়েছে, তা থেকেই আমরা তার সন্ধান পাবো। কারণ, আগেই বলেছি যে, ব্ল্যাকস্পাইডার যে-ই হোক, সে আমাদের একান্ত পরিচিত। তা নাহ'লে কাল নরহরি এবং আমার ওপর আক্রমণ হ'ত না। নরহরিকে হত্যা করা হয়েছে সে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে জমিদার অবনীকান্ত দত্তের হত্যা-রহস্য প্রকাশ করেছিল, এবং আমাকেও পথ থেকে সরাবার চেষ্টা হয়েছিল, কারণ, আমি অনেক তথ্যই জানতে পেরেছি।"

দিলীপ সেন গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলেন। তিনি পকেট থেকে একটা সিগারেট-কেশ বের ক'রে নিজে একটা সিগারেট নিয়ে সিগারেট-কেশটা মিঃ ব্যানার্জ্জির দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কল্যাণকুমারের কোনো সন্ধান পেলেন আপনারা?"

মিঃ ব্যানার্জ্জির হাত থেকে সিগারেট-কেশটা নিতে-নিতে বিনোদবাবু বললেন, "না। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন জটিল হয়ে

উঠেছে যে, কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা করি তা ঠিক বুঝতে পারছি না।”

দিলীপ সেন সিগারেট-কেশটা পকেটে রেখে বললেন, “ব্ল্যাকস্পাইডারের মুখোস যেদিন খুলে পড়বে সেদিন বোধহয় আপনি কল্যাণকুমারের সন্ধান পাবেন। আর সেই সুদিনের বোধহয় আর দেরী নেই।”

দৃঢ়স্বরে মিঃ ব্যানার্জ্জি বললেন, “আমিও তাই বিশ্বাস করি। কিন্তু তার জন্যে আমাদের কি মূল্য দিতে হবে আমি তাই ভাবছি।”

ষোলো

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে বিনয় টেবিলের ওপর একটা চিঠি দেখতে পেয়ে সেখানা তুলে নিলে। দেখলে তাতে লেখা রয়েছে :

"বিনয়—

মাণিকলালের সন্ধান পাওয়া গেছে। অমিয়কান্তকে বহু চেষ্টার পর আবিষ্কার করা হয়েছে। চিঠিতে সব কথা খুলে বলা চলে না। তুমি পত্রপাঠ আমার বাড়ীতে চলে এসো। বিনোদবাবুকেও খবর দেওয়া হয়েছে।

—দিলীপ।"

চিঠিটা দু'বার পড়ে বিনয় কেশবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "এই চিঠি কে দিয়ে গেছে?"

কেশব বললে, "একটা ছেলে এই চিঠি নিয়ে আপনার খোঁজে এসেছিলো; আপনার জন্যে অপেক্ষা করেও যখন আপনি ফিরলেন না, তখন সে এই চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে চলে গেছে। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম যে, দিলীপবাবুর বাড়ী থেকে সে চিঠি নিয়ে এসেছে।"

বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "ছেলেটি কখন চিঠি নিয়ে এসেছিল বলতে পারো?"

কেশব অনুমান ক'রে বললে, "তা প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক হবে বৈকি!"

বিনয় তাকে আর কোনো প্রশ্ন না ক'রে দিলীপ সেনের বাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো।

প্রায় মিনিট-কুড়ি পর সে দিলীপবাবুর বাড়ীতে পৌছে চাকরের কাছে খবর নিয়ে দ্রুতপদে ওপরে এসে হাজির হ'ল। তারপর দিলীপ সেনের ঘরে ঢুকতেই তার বুদ্ধিভ্রংশ হবার উপক্রম হ'ল। ঘরে একটা অতি ক্ষীণ ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছিল। সে ঘরে ঢুকেই সেই আবছা-আলোতে দেখতে পেলে, তিনজন লোক পর-পর তিনটে চেয়ারে মুখ-হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে।

চমক ভাঙলো তার পেছনে কারও পায়ের শব্দ এবং বিদ্রূপ-পূর্ণ হাসি শুনে। সে বিস্মিতভাবে পেছন ফিরে তাকিয়ে যা দেখলে, তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। তার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে, আপাদমস্তক কালো-কাপড়ে-মোড়া একটা বিরাট মূর্ত্তি। তার দু'হাতে দু'টো রিভলভার।

বিনয়কে ফিরে তাকাতে দেখে ব্ল্যাকস্পাইডার বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, "তুমি একটু পরে এলেও আমি জানতুম যে তুমি আসবে। কারণ, এমন সুযোগ তুমি হাতছাড়া করবে না। কাল তুমি দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছিলে বটে, কিন্তু আজ আর দৈব তোমাকে অনুগ্রহ করবে না বন্ধু! আজ এক-জালে সব রুই-কাৎলাকেই আমি টেনে ডাঙ্গায় তুলবো।"

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে সেই মূর্ত্তিটা আবার গম্ভীর স্বরে বললে, "তোমার কোনো অনিষ্ট করবার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু মূর্খ তুমি, তাই নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনেছো। তুমি অনেক-কিছুই জেনেছো এবং অন্যকেও জানিয়েছো। তাই তোমার পাপে এরাও মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হবে। অনধিকার চর্চ্চার ফল তোমরা পেতে বাধ্য।"

ক্রমে-ক্রমে সমস্ত. ঘটনাই বিনয়ের বোধগম্য হ'ল। সে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি যেই হও, আমাদের বধ ক'রে তুমি বেঁচে থাকবার আশা কর?"

ঘৃণাপূর্ণ হাসি হেসে ব্ল্যাকস্পাইডার বললে, "ঠিক তার উল্টো। আমাকে বেঁচে থাকতে হ'লে তোমাদের বধ করা আমার অবশ্য কর্তব্য। তোমাদের মৃত্যুর পর পুলিশ জানবে যে. ব্ল্যাকস্পাইডারের হাতেই তোমরা নিহত হয়েছো। তখন তারা আরও মরিয়া হয়ে অনুসন্ধান করবে ব্ল্যাকস্পাইডারকে আবিষ্কার করতে। কিন্তু তাকে তারা এ-জীবনে আর খুঁজে পাবে না। কারণ, ব্ল্যাকস্পাইডার তখন আবির্ভাব হবে অমিয়কান্ত রূপে। আমিই পুলিশকে তখন সাহায্য করবো, তাদের উৎসাহিত করবো ব্ল্যাকস্পাইডারকে গ্রেপ্তার করতে। সেই অবস্থাটা কল্পনা ক'রে দেখ। তাহলে মরেও তোমরা শান্তি পাবে। তোমাদের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে ব্ল্যাকস্পাইডার এবং তার প্রকৃত পরিচয় লুপ্ত হবে।"

ব্ল্যাকস্পাইডারের কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে পেছন থেকে জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর এলো, "তোমার ঠিকে ভুল হয়েছে অমিয়কান্ত অথবা ব্ল্যাকস্পাইডার, যে-নাম তুমি পছন্দ করো। তোমার পক্ষে এদের চেয়েও মারাত্মক এক ব্যক্তি তোমার ফাঁদে ধরা পড়েনি এবং তোমার মৃত্যুবান..."

কথার সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে রিভলভার হাতে ব্ল্যাকস্পাইডার ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেলে, মলিন-বেশধারী গুণ্ডাকৃতি একটা লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে প্রায় ডজনখানেক সশস্ত্র পুলিশের লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র তাকে লক্ষ্য ক'রে তৈরি হয়ে আছে।

এই দৃশ্য দেখার সঙ্গে-সঙ্গে ব্ল্যাকস্পাইডার যেমনি তাদের

দিকে রিভলভার উঁচিয়েছে, অমনি পর-পর তিন-চারটে আগ্নেয়াস্ত্র তাকে লক্ষ্য ক'রে গর্জ্জন ক'রে উঠলো। কয়েকবার টল্‌তে-টল্‌তে তার দেহটা মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

গুণ্ডাকৃতি ব্যক্তি তার কোনো সঙ্গীকে সম্বোধন ক'রে বললে, "এই আপনার রেঙ্গুন-ব্যাঙ্ক-লুঠ-মামলার আসামী —অমিয়কান্ত।"

সেই পরিচিত স্বর শুনেই বিনয় তাকে চিনতে পারলে। সে যেন তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে বিস্মিতভাবে মাণিকলালের গুণ্ডাকৃতি বন্ধুর ছদ্মবেশী ভবানীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

ভবানী বিনয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, "সেদিন রাত্রে তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে যে, আমার অস্তিত্বের কথা আমি তোমাদের কাছে গোপন ক'রে গেছলুম কেন। এখন সে-কথা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই! আমার সম্বন্ধে যদি ব্ল্যাকস্পাইডারের মনে কোনো সন্দেহ থাকতো, তবে সে আমাকেও এই ফাঁদে ফেলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতো। যাক্, আপাতত আমাদের বন্ধুবর্গকে মুক্তিদান করো। ব্ল্যাক-স্পাইডারের আতিথ্য গ্রহণ করতে এসে তার অভ্যর্থনায় এঁদের প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।"

বিনয় এবং ভবানী চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা তিনজনকে সেই বজ্র-বাঁধন থেকে মুক্তি দিলে। মুক্তি পেয়েই বিনোদবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "হতভাগা আমাকে ব্ল্যাকস্পাইডার-রহস্য ভেদ হবে বলে আহ্বান করেছিল। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে এ-রকম মারাত্মক খেলা সে করতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। হতভাগাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে তবে আমার মন শান্ত হবে।"

ভবানী বললে, "কিন্তু সে সৌভাগ্য হয়তো আপনার আর এ-যাত্রা হ'লো না। ব্ল্যাকস্পাইডার সুস্থ শরীরে গ্রেপ্তার হ'লে হয়তো বা আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ত। কিন্তু তার শরীরে চার-পাঁচটা সীসের গুলি অত্যন্ত বেপরোয়া ভাবে প্রবেশ করেছে। সুতরাং ফাঁসিকাঠে মরবার আগেই সে এই ধরাধাম ত্যাগ করবে। মর্ত্তের বিচারকের হাত থেকে সে পরিত্রাণ পেলে সত্যি, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান বিচারককে ফাঁকি দেবার ক্ষমতা তার নেই। সেখানেই সে তার শাস্তি ভোগ করবে।"

বিনোদবাবু ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এই ছদ্মবেশী নরপিশাচ?"

ভবানী বললে, "সে-কথা আমার কাছে শুনলে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না। তার চেয়ে তার মুখের ঐ কালো আবরণটা খুললেই তার প্রকৃত চেহারা দেখে আপনারা ধন্য হ'তে পারবেন।"

তখন সকলেই ভবানীর পেছনে-পেছনে ব্ল্যাকস্পাইডারের পতিত দেহের কাছে এসে ঝুঁকে পড়লো। ভবানী তার মুখের সেই কালো আবরণটা খুলে ফেলতেই তার ভেতর থেকে চমৎকার সুশ্রী একটা মুখ আত্মপ্রকাশ করলে। সেই মুখ তাদের একান্ত পরিচিত। সবাই চমকে উঠে ভীতভাবে পরস্পরের দিকে তাকালে। তাদের মনে হ'ল তারা স্বপ্ন দেখছে।

ভবানী তাদের মনের অবস্থা টের পেয়ে বললে, "এ হচ্ছে বিশ্বনাথ চৌধুরীর নিরুদ্দিষ্ট ভাইপো শ্রীমান অমিয়কান্ত চৌধুরী। বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকার দরুণ তার চেহারার এত পরিবর্ত্তন হয়েছিল যে, স্বয়ং বিশ্বনাথ চৌধুরীও তাকে চিনতে পারেন নি। তাঁর 'ওয়ার্কিং পার্টনার' মিঃ ব্যানার্জ্জিই যে তাঁর ভাইপো সেই নিরুদ্দিষ্ট অমিয়কান্ত-ওরফে ব্ল্যাকস্পাইডার,

এ তিনি কোনোদিন ভাবতেও পারেন নি। সে কৌশলে দিলীপ সেনকে এবং মাণিকলালকে বন্দী ক'রে তোমাদের আহ্বান করেছিল, দিলীপ সেনের নাম ক'রে। পুলিশকে প্রতারিত করবার জন্যে দিলীপ সেনের বাড়ীই তোমাদের বধ করবার উপযুক্ত স্থান বলে সে বিবেচনা করেছিল।"

দিলীপ সেন তাঁর ড্রাইভার অর্জ্জুন সিংকে ডেকে, বিনোদবাবুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "আর এ-হচ্ছে বিশ্বনাথবাবুর পুত্র, পলাতক আসামী—কল্যাণকুমার। কিন্তু একে গ্রেপ্তার ক'রে আর লাভ হবে না। কারণ, জমিদার অবনীকান্ত দত্তের প্রকৃত হত্যাকারী নরহরি—কল্যাণকুমার নয়।"

বিনোদবাবু বিস্মিত দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রমাণ ?"

দিলীপ সেন হেসে বললেন, "প্রমাণ, নরহরির স্বীকারোক্তি। ব্ল্যাকস্পাইডারের হাতে তার মৃত্যুর আগে সেদিনই মাণিকলাল এবং ভবানীর সহায়তায় তার স্বীকারোক্তি আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলুম। অবশ্য এর জন্যে তাকে যে প্রচুর পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল, তা ভোগ করবার সুযোগ এবং সময় সে পায়নি।"

সতেরো

কল্যাণকুমারের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের ভেতরে বিনয়, বিনোদ-বাবু, ভবানী এবং দিলীপ সেন বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা বাগানের এক কোণে একটা সুসজ্জিত টেবিলের চারপাশে বসে গল্পে মসগুল্ হ'য়েছিলেন। এঁদের পরিচর্য্যা করবার জন্যে মাণিকলাল আর কল্যাণকুমার ব্যস্তভাবে চারিদিকে ছুটোছুটি করছিল।

ইনস্পেক্টর বিনোদবাবু দু'চোখ বুঁজে পরম আরামে সরবতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "সাবাস ভবানী! তোমার বুদ্ধির প্রশংসা আমি মুক্তকণ্ঠে করতে বাধ্য। আমরা যে-সময় অন্ধকারে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছিলুম, সেই সময়ে তুমি গোপনে ব্ল্যাকস্পাইডার সম্বন্ধে এইসব তথ্য সংগ্রহ না করলে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সেই চেয়ারে-বাঁধা অবস্থাতেই অপঘাতে মরতে হতো। কোথায় থাকতো আমাদের জারিজুরি আর বাহাদুরী, আর কে-ই বা খেতো এই ফুলবাগানে ব'সে গরম-গরম চা আর সরবৎ!"

সেই সময় বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার পরিচয় তাহ'লে মাণিকলাল আর দিলীপ সেন জানতো, কি বলো ভবানী?"

ভবানী বললে, "হ্যাঁ। অর্জ্জুন সিংরূপী কল্যাণকুমারকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করবার জন্যে আগে-থেকেই আমি নিযুক্ত হয়েছিলুম, জমিদার অবনীকান্ত দত্তের হত্যা-রহস্য ভেদ করবার

জন্যে। তারপর যখন বিশ্বনাথ চৌধুরী মারা গেলেন, তখন আমি ছদ্মবেশ ধরতে বাধ্য হলুম। কারণ, চারদিককার অবস্থা দেখে আমি বুঝতে পারলুম যে, ব্ল্যাকস্পাইডার আমাদেরই পরিচিতদের ভেতরে আত্মগোপন ক'রে রয়েছে এবং তার প্রধান লক্ষ্য—বিশ্বনাথ চৌধুরীর সম্পত্তি।

অবশ্য কেরানীর শেষ-জবানবন্দী শুনেই এই ধারণা আমার মনে দৃঢ় হ'ল। তখন আমি মাণিকলালকে দিয়ে দিলীপের কাছ থেকে বিশ্বনাথ চৌধুরীর একখানা উইলের নকল সংগ্রহ করলুম। সেখানা পড়েই সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। তারপর আমি উইলখানা মাণিকলালকে ফেরৎ দিলুম। সেই উইলখানাই তুমি মাণিকলালের বাড়ীতে দেখতে পেয়েছিলে।

তারপর আমার পরামর্শে দিলীপ তার পরিচিত একজন পুরোনো বিখ্যাত অপরাধীর সাহায্যে গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পারলে, ব্ল্যাকস্পাইডারের প্ররোচনায় নরহরি নামে একটা গুণ্ডা অবনীকান্ত দত্তকে হত্যা করেছিল। অবনীকান্ত দত্তের সঙ্গে বিশ্বনাথ চৌধুরীর জমি নিয়ে মামলা চলছিল। অমিয়কান্ত এই খবরটা জানতে পেরে সেটা তার কার্য্যোদ্ধার করবার পন্থা হিসেবে ব্যবহার করলে। সে অবনীকান্ত দত্তের নাম ক'রে কল্যাণকুমারকে ডেকে পাঠালে। কল্যাণকুমার যখন সেখানে উপস্থিত হ'ল তখন গুলিবিদ্ধ অবনীকান্ত মারা গেছে এবং তার দেহের পাশেই পড়ে আছে, কিছুদিন পূর্ব্বে কল্যাণকুমারের ড্রয়ার থেকে অপহৃত পিস্তলটা।

ভীত এবং ত্রস্ত কল্যাণকুমার কিছু বুঝে ওঠবার আগেই পুলিশের হাতে নরহত্যাকারী রূপে গ্রেপ্তার হয়। এই-ভাবে একজন বাধা অমিয়কান্তর পথ থেকে দূর হ'ল।

কারণ, অমিয়কান্ত জানতো যে, কল্যাণকুমারের ফাঁসি অনিবার্য্য।

কল্যাণকুমারকে দীপান্তরিত হতে দেখে অমিয়কান্ত একটু নিরুৎসাহ হ'ল। কিন্তু সে এতে না দ'মে, পরবর্ত্তী চালের জন্যে তৈরি হ'ল। এমন সময়ে খবর এলো, কল্যাণকুমার জেল থেকে পালাবার সময়ে ওয়ার্ডারদের গুলিতে মারা গেছে।

কল্যাণকুমারের মৃত্যুর পর বিশ্বনাথ চৌধুরীর উইলের ফলাফল জানবার জন্যে সে এটর্নি-আপিসের কেরানীকে কৌশলে বশ করলে। তারপর যখন সে বুঝলে যে, বিশ্বনাথ চৌধুরী তার মত অপদার্থ ভাইপোকে সামান্য একটা বৃত্তি মাত্র দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মাণিকলালকে লিখে দিতে উদ্যত, তখন সে উইল শেষ হবার আগেই বিশ্বনাথ চৌধুরীকে হত্যা করলে।

কিন্তু একটা ভুল ধারণা নিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছিলো। সে জানতো, কল্যাণকুমারের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সে যে বেঁচে আছে তা সে ভাবতেও পারেনি। এখানে দৈব তার বিরুদ্ধে ছিল। কারণ, ওয়ার্ডারদের গুলিতে নিহত কল্যাণকুমার এই কল্যাণকুমার নয়।

তারপর কল্যাণকুমার এদেশে ফিরে এসে বিশ্বনাথ চৌধুরীর কাছে উপস্থিত হয়নি তার কারণ, সে জানতো যে, তার সন্ধানে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হবে। তাই সে তার বাল্যবন্ধু এটর্নি দিলীপ সেনের আশ্রয় প্রার্থনা করলে।

কল্যাণকুমার মারা গেছে মনে ক'রে বিশ্বনাথ চৌধুরী যখন উইল বদলাতে চাইলেন, তখন দিলীপ সেন কিছু প্রকাশ না ক'রে তার সঙ্কল্পে শুধু বাধা দিলে মাত্র। কারণ, তার ড্রাইভার-রূপী অর্জ্জুন সিংয়ের প্রকৃত পরিচয় কোনোক্রমে বাইরে প্রকাশ

পেলে সমস্তই বৃথা হবে। নির্দোষী কল্যাণকুমারকে আবার দ্বীপান্তরিত হতে হবে।

বিশ্বনাথ চৌধুরীর হত্যার পর পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল মাণিকলালের দিকে। অমিয়কান্ত কৌশলে মাণিকলালকে ব্ল্যাকস্পাইডার রূপে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলে। তা না হ'লেও তার বিশেষ ক্ষতি ছিল না। সে আইনত বিশ্বনাথ চৌধুরীর অর্দ্ধেক সম্পত্তি অনায়াসেই ভোগ করতে পারতো।

কিন্তু আমার কাছে কিছু শুনে এবং কতক অনুমান ক'রে মাণিকলাল প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়লো। কারণ, সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে, বিশ্বনাথ চৌধুরীর উইলের অংশীদার হিসেবে সে অমিয়কান্তর লক্ষ্য হতে পারে। এবং তার ফল মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর আমি গোপনে নিরুদ্দিষ্ট অমিয়কান্তর সন্ধান নিতে লাগলুম। অনেক অনুসন্ধানের ফলে যখন খবর পেলুম যে সে রেঙ্গুনে শেষ উপস্থিত ছিল, তখন আমি রেঙ্গুনে আমার এক পরিচিত বিশিষ্ট পুলিশ-অফিসারকে সন্ধান নিতে অনুরোধ করলুম। তিনি কিছুদিন পরে আমাকে জানালেন যে, অমিয়কান্ত রেঙ্গুনে একটা ব্যাঙ্ক লুঠ ক'রে এবং সেখানকার দুজন প্রহরীকে হত্যা ক'রে পলাতক হয়েছে। বর্ম্মা-পুলিশ তার সন্ধান করছে।

তখন আমি রেঙ্গুন-পুলিশের কাছ থেকে অমিয়কান্তর বিরুদ্ধে কতকগুলো মারাত্মক প্রমাণ হস্তগত করি। তার ভেতরে একটা বড়ো জিনিস হচ্ছে, অমিয়কান্তর হাতের আঙুলের ছাপ।

আমি জানতুম যে অমিয়কান্তই এর মূল কারণ। কিন্তু

মিঃ ব্যানার্জ্জিকে সেই হাজারিবাগের জমিটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে চেষ্টা করতে দেখে আমার কেমন খটকা লাগলো। অবশ্য জমিটার দিকে লক্ষ্য পড়বার মত ব্যবস্থা অমিয়কান্ত আগেই সুচারু রূপে সম্পন্ন ক'রে রেখেছিল, এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার মতলবে সে সেই ভীতিপ্রদর্শক চিঠি নিয়ে বিনয়ের সাহায্য প্রার্থনা করে। বিনয়কে সে তার মতলব সিদ্ধি করবার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছিল।

প্রথমে বিনয় তার কথায় বিপথগামী হ'ল এবং মাণিক-লালকে সন্দেহ ক'রে বসলো। কিন্তু পরে সে নিজের ভুল সামলে নিয়ে আবার ঠিক পথে এগিয়ে চললো। অবশ্য এর জন্যে ধন্যবাদের পাত্র সেই মৃত কেরানী। সে অতি নিষ্ঠুর-ভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হলেও, তার দ্বারাই ব্ল্যাক-স্পাইডারকে আবিষ্কার করা এত সহজ হয়েছে। তার মৃত্যু বিফল হয়নি। সে-ই এই রহস্যভেদে প্রধান সাহায্যকারী।

তারপর দিলীপ সেনের সিগারেট-কেশ থেকে মিঃ ব্যানার্জ্জির আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখলুম, হুবহু অমিয়কান্তর সঙ্গে মিলে গেল। এদিকে বিনয়কে ঠিক পথে এগোতে দেখে অমিয়কান্তও নিশ্চেষ্ট ছিল না। সে বুঝলে যে সে বিনয়ের সাহায্য নিয়ে ভুল করেছে। তাতে হিতে বিপরীত ঘটবার সম্ভাবনা প্রবল দেখে সে এক ফাঁদ তৈরি করলে। সেই ফাঁদে সবাইকে বধ ক'রে সে নিশ্চিন্ত হবে ভেবেছিল। কিন্তু আমার চেষ্টাতে সে ব্যর্থ হয়েছে।"

বিনোদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু শুনেছি যে, বিশ্বনাথ চৌধুরীর সঙ্গে মিঃ ব্যানার্জ্জির আলাপ হয় বিলেতে?"

ভবানী হেসে বললে, "এই কাহিনী অমিয়কান্ত তৈরি করেছিল, যাতে তার ওপর কারো সন্দেহ না হয়। সে

কৌশলে বিশ্বনাথ চৌধুরীর মনোরঞ্জন ক'রে তার ব্যবসায়ে ঢুকতে সক্ষম হয়েছিল। তাকে শিক্ষিত এবং কর্ম্মী দেখে তিনি মিঃ ব্যানার্জ্জি রূপী অমিয়কান্তকে তাঁর কটন-মিল-এর ওয়ার্কিং-পার্টনার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই সদাশয়তার পুরস্কার অতি উত্তমরূপেই অমিয়কান্ত শেষ করেছে।

ছোটবেলা থেকেই অমিয়কান্ত অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং খাম-খেয়ালি ছিল ব'লে সে বিশ্বনাথের সুনজরে পড়েনি। তারপর যৌবনে সে অত্যাচারী এবং বিপথগামী হয়ে ওঠে। ক্রমে কারো সঙ্গে তার বনিবনা না হওয়াতে সে একদিন নিরুদ্দেশ হয়।"

তারপর একটু থেমে ভবানী বললে, "প্রথম থেকেই অমিয়-কান্ত ব্ল্যাকস্পাইডার রূপে তার জমি তৈরি ক'রে নিয়েছিলো বলেই এই ঘটনা এত জটিল হয়ে উঠেছিল। নইলে এটা একটা অতি সহজ ঘটনা এবং সহজেই অমিয়কান্ত সকলের লক্ষ্যস্থল হতো। কিন্তু এত চেষ্টা করেও সে শেষ রক্ষা করতে পারলে না। নিজের তৈরি ফাঁদেই তার ধ্বংস হ'ল। ভগবানের অমোঘ-দণ্ড যে কখন কিভাবে পাপীর মাথায় পড়ে তা একমাত্র তিনিই জানেন।"

শেষ